কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন

মতিউর রহমান নিজামী

www.bjilibrary.com

কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন

মতিউর রহমান নিজামী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৪৪

৮ম প্রকাশ (আধুঃ ৬ষ্ঠ প্রকাশ)

জমাদিউস সানি	১৪৩১
জ্যৈষ্ঠ	১৪১৭
মে	২০১০

বিনিময় মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURANER ALOKE MOMINER JIBAN by Matiur Rahman Nizami. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 80.00 Only.

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। নিছক খেলাচ্ছলে মানুষকে যে সৃষ্টি করা হয়নি একথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বারবার ঘোষণা করেছেন। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর যেমন সহজ তেমনি জটিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় "আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে এই বিশ্বে মানুষ খোদায়ী জীবন বিধান কায়েম করবে, আল্লাহর গুণগান করবে এবং সর্বোপরি তাঁর অনুগত দাস হিসেবে জীবন যাপন করবে।" এর জন্য যে জিনিসটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহলো ঈমান বা বিশ্বাস।

যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব সত্য বলে স্বীকার করেন এবং নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যে সত্যসমূহ পাঠিয়েছেন তার স্বীকৃতি দেন এবং অন্তরে গ্রহণ করেন তিনিই মু'মিন।

মু'মিনের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে হলে যে মৌলিক আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন তার বিধান আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনেই দিয়েছেন। একমাত্র সেই বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমেই মানুষের শ্বাশত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বস্তুত আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা এবং নিজেকে তার দাস হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব যথা নিয়মে ও যথাসময়ে পালন করার মধ্যেই মু'মিন জীবনের চরম সার্থকতা। পার্থিব ও অপার্থিব জগতের সব কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রচিত "কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন" একখানা গবেষণামূলক পুস্তক। আল কুরআনে প্রদর্শিত পথে জীবনের উন্নতি সাধনের সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার অহ্বানই হচ্ছে এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য।

পুস্তকটি সুধি সমাজের উপকারে আসবে মনে করে আধুনিক প্রকাশনীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে আমাদের সবাইকে মু'মিনের জীবন যাপনের তওফিক দিন এই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা।

—প্রকাশক

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

❑ প্রাথমিক কথা	১১
❑ আল কুরআনের আলোকে মু'মিন	১৫
১. ঈমান বিল্লাহ	১৭
আল্লাহর রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান	১৮
আল্লাহর ইলাহীয়াতের প্রতি ঈমান	১৯
আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ঈমান	২০
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান	২২
৩. আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান	২৪
কুরআনের প্রতি ঈমান	২৬
৪. নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান	২৮
মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান	৩১
৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান	৩২
৬. কদরের প্রতি ঈমান	৩৬
❑ মু'মিনের পরিচয়	৩৯
আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহ	৪১
সালাতের মূল উদ্দেশ্য জিকরুল্লাহ	৪২
যাকাতের উদ্দেশ্য	৪৪
রোযার উদ্দেশ্য	৪৮
হজ্জের উদ্দেশ্য	৫১
❑ মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৫৪
পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৬
সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৬৯
ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭১
স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭২
স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার	৭৫
স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার	৭৬
নিকটআত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭৮
প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮০
সাধারণ মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব	৮৩
অমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব	৮৭
❑ মু'মিনের অর্থনৈতিক জীবন	৯১
জীবন ও জগত সম্পর্কে কুরআনের ধারণা	৯২
❑ মু'মিনের জীবন জিহাদী জীবন	৯৯

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রাথমিক কথা

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। প্রতিনিধি হিসেবে তার দায়িত্ব এই দুনিয়ায় আল্লাহর মর্জি ও ইচ্ছা পূরণ করা, আল্লাহর মনোনীত পদ্ধতি অনুযায়ী জীবন যাপন করা, এই দুনিয়া তথা মানুষের সমাজ আল্লাহর আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান মোতাবেক পরিচালনা করা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর আইন-কানুন, বিধি-বিধান সৃষ্টি জগতের অন্যান্য সকলের উপর যেমন নিজের পক্ষ থেকে কার্যকর করেছেন, সকলকে তা মেনে চলতে বাধ্য করেছেন ; মানুষকে সেভাবে তা মানতে বাধ্য করেননি। মানুষের উপর তা নিজের পক্ষ থেকে চাপিয়েও দেননি। বরং তিনি মানুষকে দু'টি পথের যে কোন একটি মানার স্বাধীনতা দিয়েছেন। একটি আল্লাহর পথ, আল্লাহর মনোনীত পথ, আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম মেনে চলার পথ। আর অপরটি হলো আল্লাহর অমনোনীত পথ, মানুষের মনগড়া পথ। অবশ্য আল্লাহ শুধু স্বাধীনতা দিয়েই ছেড়ে দেননি, কোন্ পথে চলার কি ফলাফল হবে, কি পরিণাম-পরিণতি হবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন।

আল্লাহর দেয়া এই স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে যদি মানুষ নিজের মনগড়া পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের জন্য এই দুনিয়ার জীবনে চরম অশান্তি ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হবে। এই দুনিয়ার দুর্ভোগ-দুর্গতিই শেষ নয়, এই দুনিয়ার জীবন শেষে আখেরাতের জীবনে তাকে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর দেয়া স্বাধীনতাকে যারা আল্লাহর আইন-কানুন মানার পক্ষে ব্যবহার করবে, তাদের জন্যে দুনিয়ায় শান্তি এবং আখেরাতে মুক্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এভাবে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে যারা আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর আইন-কানুন এবং বিধি-বিধান মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয় তারাই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। আর যারা নিজেদের মনগড়া পথে আল্লাহর অমনোনীত পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয় তারা এই দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

যারা এভাবে আল্লাহর পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয় তারাই মু'মিন ও মুসলিম নামে পরিচিত। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদেরকে আল্লাহর যে হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন মেনে চলতে হয়, সেই হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুন আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলদের (আ) সাথে কিতাব ও সহীফার মাধ্যমেই

www.bjilibrary.com

মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। এভাবে মানুষের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আগত সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং সর্বশেষ কিতাব হলো আল কুরআন। তাই মু'মিন হিসেবে, মুসলমান হিসেবে সর্বোপরি আল্লাহর খলীফা হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। এ আদর্শের মূল উৎস আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ।

আমরা মু'মিন জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝার জন্যে, তার চলার পথের সঠিক সন্ধান লাভের জন্যে আল কুরআনের হেদায়াত অনুসরণ করতে বাধ্য। আর আল কুরআনের হেদায়াত বোঝার জন্যে রাসূলের সুন্নাহর সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই আল কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন এই আলোচনায় সুন্নাতে রাসূল অবশ্যই শামিল থাকবে। রাসূলের সুন্নাহকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে আমরা কুরআন থেকে আলো বা হেদায়াত পাবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। আর কুরআনকে মূল সূত্র ধরে অগ্রসর হব এবং সুন্নাহর সাহায্যে মনযিলে পৌছতে চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সঠিক হেদায়াত লাভের জন্যে আমাদের দিলকে খুলে দিন এবং সে হেদায়াতের আলোকে আমাদের চলার পথকে সহজ করে দিন।

আল কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন কিভাবে পরিচালিত হবে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে সূরায়ে ফাতেহা থেকে শুরু করে সূরায়ে নাস পর্যন্ত গোটা কুরআনই আলোচনা করতে হয়। কারণ আল কুরআনের সবটাই আমাদের চলার পথের দিক নির্দেশিকা। কিন্তু এভাবে যদি সম্পূর্ণ কুরআনই আলোচনা করতে হয় তাহলে কোন পুস্তক পুস্তিকা না লিখে বরং কুরআন অধ্যয়নই যথেষ্ট। বাস্তব ব্যাপারও তাই। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কুরআন বোঝার, কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের যোগ্যতা দিয়েছেন, তওফিক দিয়েছেন—তাদের জন্যে এ বিষয়ে মানুষের লেখা বই পুস্তকের আশ্রয় না নিয়ে বরং সরাসরি কুরআন পড়াই বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে।

যাদের পক্ষে সরাসরি কুরআন বুঝা সম্ভব নয় অথবা যাদের পক্ষে সময় বের করে ব্যাপক পড়াশুনা করাও সম্ভব নয়, তাদের জন্যে আল কুরআনের হেদায়াতের সারসংক্ষেপের আলোকে জীবন যাপনের পথ চিনার উপায় বের করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সৌভাগ্যক্রমে কুরআন আল্লাহর কিতাব হবার কারণে এটা স্বয়ং একটা মো'জেযা। সম্পূর্ণ কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়গুলো তাই আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরা বা অংশের মধ্যেই দেখতে পাই। যেমন আমরা জানি, সূরায়ে ফাতেহা

www.bjilibrary.com

পাঠকে গোটা কুরআন পাঠের সমতুল্য বলা হয়েছে। আর সূরায়ে এখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। বাস্তবেও আমরা দেখতে পাই, গোটা কুরআনে যে বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, সূরায়ে ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সেইসব বিষয়গুলোই অতি সূক্ষ্মভাবে এবং সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তেমনি বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গোটা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ বিষয় সূরায়ে এখলাসে সন্নিবেশিত করেছেন। এবং এটা একমাত্র আল্লাহর কিতাব বলেই সম্ভব হয়েছে। অতএব আমরা আল কুরআনের মূল বিষয়গুলোর ভিত্তিতে বা সূত্র ধরে সংক্ষিপ্তভাবেও আমাদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় মৌলিক ব্যাপারে নির্দেশনা লাভের প্রয়াস পেতে পারি।

আল কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়—মানুষ, মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকনির্দেশনা। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অকল্যাণ থেকে বেঁচে সত্যিকারের কল্যাণ ও সফলতা লাভের জন্যে মানুষকে যে জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে কুরআন উদ্বুদ্ধ করেছে তার ভিত্তি হলো তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত। আর এই তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের উপর ভিত্তি করে কুরআন যে শিক্ষা আমাদের জন্যে উপস্থাপন করেছে তাকে আমরা সংক্ষেপে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সাজিয়ে আলোচনা করতে পারি। এক ঃ ঈমানিয়াত, দুই ঃ আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, তিন ঃ আখলাকিয়াত, চার ঃ নিজামে হায়াত, পাঁচ ঃ জিহাদ।

এক ঃ ঈমানিয়াত ঃ অর্থাৎ কুরআন আমাদের জীবনের পলিসি বা নীতি নির্ধারণের জন্যে কতগুলো মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে বলেছে। সেই বিষয়গুলো কি কি তা জানা যেমন অপরিহার্য, তেমনি সেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ, তাৎপর্য ও দাবী কি তাও জানা প্রয়োজন।

দুই ঃ ইবাদাত ঃ এভাবে যারা কুরআনে উপস্থাপিত মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে—তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও কুরআন দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এই দায়িত্বের একাংশকে আমরা মৌলিক এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাত নামে অভিহিত করতে পারি। এর বৃহত্তর অংশ সার্বক্ষণিক ইবাদাত নামে অভিহিত হতে পারে—যাকে আমরা নিজামে হায়াত বা জীবন পদ্ধতি ও জীবন ব্যবস্থাও বলে থাকি।

তিন ঃ আখলাকিয়াত ঃ ধারাবাহিকভাবে ঈমানের অনিবার্য দাবী পূরণ করতে গিয়ে আমাদেরকে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি পালন করতে হয়। এর অনিবার্য দাবী অনুযায়ী ঈমানদার

www.bjilibrary.com

লোকদের মধ্যে কি কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে বা উঠতে হবে কুরআন সে ব্যাপারেও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কি কি গুণের বিকাশ দেখতে চান, আর কি কি দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত দেখতে চান তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। আল কুরআনের উপস্থাপিত এই বিষয়কেই আমরা আখলাকিয়াত নামে অভিহিত করেছি।

চার ঃ নিজামে হায়াত ঃ আল কুরআনের বাঞ্ছিত ঈমান, ইবাদাত ও আখলাকের দাবী হলো মানুষ জীবনের সমস্ত দিকে ও বিভাগে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মেনে চলবে। আল কুরআনের উপস্থাপিত এই দিকটাকেই আমরা নিজামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা নামে অভিহিত করেছি।

পাঁচ ঃ জিহাদ ঃ উপরোল্লিখিত চারটি বিষয় অর্থাৎ ঈমান, ইবাদাত, আখলাক ও নিজামে হায়াতের উপস্থাপনা কুরআনে নিছক তত্ত্বকথা হিসেবে করা হয়নি। বরং এগুলো মানুষের মন-মগজে তথা সাড়ে তিন হাত দেহ থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই এসেছে। অতএব, এই চারটি বিষয়ের উপস্থাপনার পাশাপাশি এগুলো বাস্তবে কিভাবে চালু হবে, কার্যকর হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারেও কুরআন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এই দিক নির্দেশনার আওতায় যে বিষয়টি আসে আল কুরআন তাকে আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ নামে অভিহিত করেছে। শুধু তাই নয়, আল কুরআনে এ শেষোক্ত বিষয়টির উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা অন্যান্য বিষয়গুলোর যথার্থতা, সফলতা ও সার্থকতা এটির উপরই নির্ভরশীল।

অতএব, আমরা এ পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আল কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াতের সাহায্যে আলোচনা করলেও গোটা কুরআনের আলোকে মু'মিন জীবনের দিকনির্দেশনা লাভে সক্ষম হতে পারি।

---

www.bjilibrary.com

আল কুরআনের আলোকে মু'মিন

'আল কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন' এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদেরকে মু'মিনের পরিচয় জানতে হবে। সেই সাথে ঈমান কাকে বলে, কি কি বিষয়ের প্রতি একজন মু'মিনকে ঈমান আনতে হয়, সেইসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ও তাৎপর্য কি, তাও জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ যে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তাকে অন্তর থেকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা এবং মুখে এর স্বীকৃতি দেয়াকেই ঈমান বলা হয়। আর যে এই ঈমানের ঘোষণা দেয় সেই মু'মিন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে আগত আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ হেদায়াত আল কুরআন। এই কুরআন মানুষের প্রতি যে কয়টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস পোষণের দাবী করেছে, তা নিম্নরূপ ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ (البقرة : ٢-٤)

"এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশিকা। যারা অদৃশ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে খরচ করে। যারা তোমার উপর নাযিলকৃত কিতাব এবং তোমার আগের নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনে এবং পরকাল বা আখেরাতের প্রতি তারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৪)

এখানে 'নামায কায়েম' এবং 'আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করা' বিষয় দু'টি ঈমানের অনিবার্য দাবী হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। আর ঈমানের বিষয় হিসেবে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস, নবী-রাসূল ও তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

www.bjilibrary.com

وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف قَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ (البقرة : ٢٨٥)

"রাসূল (সা) এবং মু'মিনগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হেদায়াতের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি। তারা এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। তারা ঘোষণা করল, আমরা শুনলাম এবং মাথা পেতে নিলাম। হে আমাদের পরোয়ারদেগার, তোমার ক্ষমাই আমাদের কাম্য। আমাদেরকে তো তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

এখানে ঈমানের বিষয় হিসেবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব এবং রাসূল এই চারটির উল্লেখ করা হয়েছে। আখেরাতের কথা এখানে বিষয় হিসেবে না আসলেও পরবর্তী কথায়, যেমন ঃ

قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ (البقرة : ٢٨٥)

"তারা ঘোষণা করল, আমরা শুনলাম এবং মাথা পেতে নিলাম। হে আমাদের পরোয়ারদেগার, তোমার ক্ষমাই আমাদের কাম্য। আমাদেরকে তো তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

এর মধ্যে আখেরাতের কথা পরোক্ষভাবে হলেও স্পষ্টভাবেই এসে গেছে। তা ছাড়া আখেরাত বিশ্বাস করা, আল্লাহর প্রতি, তাঁর তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসের একটা অবিচ্ছেদ্য দিকও বটে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج

"নেকী শুধু পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং নেককার বা সৎকর্মশীল ব্যক্তি তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, আখেরাতের প্রতি, ফেরেশতার প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

আলোচ্য অংশে আমরা ঈমানের বিষয় সম্পর্কে পাঁচটির উল্লেখ পাচ্ছি ঃ আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব এবং নবী-রাসূলগণ। মূলত আল কুরআনের আলোকে এই পাঁচটিই ঈমানিয়াতের বিষয়। তবে দ্বীনিয়াতের

www.bjilibrary.com

কিতাবে ঈমানে মুফাচ্ছালের মধ্যে যে ৭টি বিষয়ের উল্লেখ পাই, তাও কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের উপরে অতিরিক্ত কিছু নয়। কুরআনে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের অতিরিক্ত যে দু'টি বিষয় আমরা ঈমানে মুফাচ্ছালের আলোচনায় দেখতে পাই তার একটি তাকদীর প্রসঙ্গে, যা আল্লাহর গুণাবলী বা আসমায়ে ছিফাতের প্রতি ঈমান আনার মধ্যেই শামিল আছে। অপরটি বা'ছাত বা মৃত্যুর পরে আবার জীবিত হবার ব্যাপারটিও আখেরাতে বিশ্বাসের অংশ বিশেষ।

আমরা সহজ-সরলভাবে নিম্নে বর্ণিত ঈমানিয়াতের সাতটি বিষয় সম্পর্কেই আল কুরআনের আলোকে আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করব। কোন্ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার অর্থ, তাৎপর্য ও দাবী কি কি তাও উপলব্ধি করব।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান, ২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, ৩. কিতাবের প্রতি ঈমান, ৪. নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান, ৫. আখেরাতের বিচার দিবসের প্রতি ঈমান, ৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান, ৭. মৃত্যুর পর জীবিত হবার বিষয়ের প্রতি ঈমান।

ঈমান বিল্লাহ্

মুসলমান হিসেবে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনি। ঈমানের ঘোষণা দেই। যার অন্তর্নিহিত দাবী হলো, আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেই। আরো স্বীকৃতি দেই, এই আসমান-যমীনের গোটা বিশ্ব প্রকৃতির তিনিই স্রষ্টা, এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। সবকিছুর তিনি প্রতিপালক এবং মালিক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া কোন রব নেই। তিনিই পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী এবং সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا لا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ ط أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○ (الاعراف : ٥٤)

"সেই আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ; অতপর আরশে অবস্থান নিয়েছেন। রাত দিনকে আচ্ছাদিত করে তাকে দ্রুত তলব করা হয়। সূর্য, চন্দ্র ও যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহরাজি তারই হুকুমের অধীন। তোমরা ভাল করে জেনে নাও, গোটা সৃষ্টি তারই, আর এ সৃষ্টিলোকে হুকুমও চলছে একমাত্র তাঁরই।"-(আরাফ ঃ ৫৪)

www.bjilibrary.com

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (الحشر :٢٢-٢٤)

"তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি দয়াময় মেহেরবান। তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ, নিরাপদ, শান্তি নিরাপত্তাদাতা, সংরক্ষক, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশ-বিধান শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যার শিরক করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনি আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি পরিকল্পনাকারী, রচনাকারী ও তার বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি রচনাকারী। তাঁর রয়েছে উত্তম নামসমূহ। আসমান-যমীনের প্রতিটি জিনিসই তাঁর গুণগান করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী।"–(সূরা আল হাশর ঃ ২২-২৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○

"যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, যিনি বিশ্বজাহানের অধিপতি, যিনি দয়ালু, মেহেরবান এবং বিচার দিনের মালিক।"
–(সূরা আল ফাতেহা ঃ ১-৩)

لَوْكَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ (الانبياء : ٢٢)

"যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ থাকতো তাহলে অবশ্য অবশ্যই আসমান-যমীনে বিপর্যয় দেখা দিত। আরশের অধিপতি আল্লাহ মুশরিকদের আরোপিত সকল ধারণা থেকে পূত-পবিত্র।"
–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২২)

আল্লাহর রুবুবীয়াতের প্রতি ঈমান

ঈমান বিল্লাহর পর্যায়ে আমাদেরকে একথাও ঘোষণা করতে হয় যে, আল্লাহ এককভাবেই গোটা আসমান-যমীন ও এর মাঝে যা কিছু আছে সবার

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন পূরণ করছেন, লালন-পালন করছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। এভাবে আমরা তাঁকে রব মানার স্বীকৃতি দুনিয়া সৃষ্টির আগেই দিয়ে এসেছি। আমরা আল কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলার রবুবীয়াতের ঘোষণা তাঁর নিজের ভাষায় যা অনুধাবন করতে পারি তা নিম্নরূপ ঃ

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قُلِ اللّٰهُ ط (الرعد : ١٦)

"বলে দাও, কে আসমান যমীনের রব ? বল আল্লাহ।"

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا م اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ط رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○ (الدخان : ٧-٨)

"তিনি রব আসমান-যমীনের এবং উভয়ের মাঝে যাকিছু আছে সবার। যদি তোমরা আস্থাশীল হও। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হাতে। তিনি তোমাদের রব, রব তোমাদের পূর্ববর্তী ও পূর্ব পুরুষদেরও।"-(সূরা আদ দোখান ঃ ৮)

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج (الاعراف : ١٧٢)

"স্মরণ কর সেই মুহূর্তের কথা, যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধর বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বলল ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনিই আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ط قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○ (المؤمنون : ٨٦ ـ ٨٧)

"বল, সপ্ত আসমানের রব কে ? কে সে রব আরশে আজীমের ? নিশ্চয়ই উত্তরে তারা বলবে—'আল্লাহ'। বল তোমরা কি ভয় কর না ?"

আল্লাহর ইলাহীয়াতের প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা প্রসঙ্গে আমাদেরকে তাঁর ইলাহীয়াতের প্রতিও ঘোষণা দিতে হয়। আমাদের পূর্বের ও পরের সকলের তিনি ইলাহ—আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ার অধিকার কেবল তাঁরই। ইবাদাত বন্দেগী পাওয়ার মত কোন সত্ত্বা তিনি ছাড়া আর নেই। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

www.bjilibrary.com

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ط (ال عمران : ١٨)

"আল্লাহ নিজেই একথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী লোকেরাও সততার সাথে এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে সেই মহা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউই ইলাহ হতে পারে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ (البقرة : ١٦٣)

"তিনিই তোমাদের একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়ালু এবং মেহেরবান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৩)

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا (طه : ١٤)

"অবশ্য অবশ্যই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব, একমাত্র আমারই দাসত্ব কর।"–(সূরা ত্বহা ঃ ১৪)

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (محمد : ١٩)

"অতএব জেনে নাও—আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ (البقرة : ٢٥٥)

"আল্লাহ সেই মহান সত্ত্বা যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রার কোনটাই স্পর্শ করতে পারে না।"

আল্লাহর গুণাবলীর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী স্বরূপ যেমন তাঁর রাবুবীয়াত ও ইলাহীয়াতের প্রতি ঈমান আনতে হয় তেমনি আল্লাহ স্বয়ং এবং তাঁর রাসূল আল্লাহর যেসব গুণের পরিচয় দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিও আমাদের ঈমান আনতে হয়। এ গুণগুলো কেবল আল্লাহর। আর কারো নেই।

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○ (الاعراف : ١٨٠)

"আর আল্লাহর জন্যে তাঁর সুনির্দিষ্ট সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে—সেইসব নামেই তাঁকে ডাক। আর পথভ্রষ্টরা তাঁর নামে যেসব বিকৃতি আমদানী

www.bjilibrary.com

করেছে তা বর্জন কর। অচিরেই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবে।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৮০)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

"হে নবী! বল-আল্লাহ বলে ডাক কিংবা রহমান বলে, যে নামেই ডাক না কেন তাঁর জন্য সব ভাল ভাল নামই নির্দিষ্ট।"-(বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

এ পর্যন্ত আমরা আল কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্যে যা কিছু আলোচনার প্রয়াস পেলাম তার সারকথা হলো —নিছক আল্লাহর অস্তিত্ব মেনে নেয়ার নাম ঈমান বিল্লাহ নয়। তাঁর জাত, ছিফাত এবং কুদরাত সম্পর্কে কারো কল্পিত ধারণা বিশ্বাসও আল্লাহর প্রতি ঈমান হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। বরং আল্লাহ স্বয়ং তাঁর কিতাবের মাধ্যমেএবং নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাঁর জাত, ছিফাত এবং হক ও এখতিয়ারের যে পরিচয় দিয়েছেন সেই পরিচয়কে সামনে রেখে আল্লাহর জাতে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর ছিফাত বা গুণাবলীতেও তিনি এক ও অদ্বিতীয় এই ঘোষণার সাথে সাথে একমাত্র তাঁরই হুকুম-আহকাম মানার, একমাত্র তাঁরই গোলামী করার, একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মানার ওয়াদা করা, অঙ্গিকার করাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমান নামে অভিহিত হতে পারে।

যদিও একজন মু'মিনকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সাথে আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয়, তথাপি এক কথায় ঈমান বলতে আল্লাহর প্রতি ঈমানকেই বুঝায়, তা সেই অর্থে যা এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করে আসছি। এভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে একজন মু'মিন গোটা ইস-লামকেই আঁকড়ে ধরার সুযোগ পায়। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط

لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٥٦)

"যারা খোদাদ্রোহী শক্তি তথা গায়রুল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা এমন এক মজবুত রজ্জু আঁকড়ে ধরবে যা কখনও ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا

تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

www.bjilibrary.com

"সন্দেহ নেই যারা এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছে যে, 'আল্লাহ্ আমাদের রব' অতপর এর উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার চেষ্টা করেছে তাদের প্রতি রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয় আর ঘোষণা করে, তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, চিন্তার কোন কারণ নেই, তোমাদেরকে যে বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে সেই বেহেশতের শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।"

–(সূরা হা-মীম আস সাজদাহ ঃ ৩০)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

আমরা ফেরেশতাদের প্রতিও ঈমানের ঘোষণা দিয়ে থাকি। যার অর্থ, আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর সম্মানিত বান্দাদের অন্যতম। আল্লাহ্ তাদেরকে নূর থেকে পয়দা করেছেন। যেমন মানবজাতিকে মাটি থেকে এবং জ্বিন জাতিকে আগুন থেকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্নমুখী দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। আর তারা সদা সর্বক্ষণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সেসব দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তাদের মধ্য থেকে কতক ফেরেশতাকে আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছে। কতকের উপর মানুষের আমল রেকর্ড করার দায়িত্ব আছে। কতকের উপর জান্নাত এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ দেখা-শুনার দায়িত্ব আছে। আর কতকের উপর দায়িত্ব আছে জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তির ব্যবস্থা করার। এমনিভাবে তাদের মধ্যে অসংখ্য অগণিত ফেরেশতা রয়েছে কেবল দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও তাকদীস নিয়ে ব্যস্ত। তারা কেউই কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে না আল্লাহ্‌র প্রতি কোন মিথ্যা আরোপ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা এদের মধ্যেও আবার কাউকে কাউকে অধিকতর মর্যাদা দান করেছেন। যেমন জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফিল। এছাড়াও আরো অনেকে আছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বেশী মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআন যেমন এই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা হিসেবে এর মালিক মোখতার, নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হিসেবে, একমাত্র আইনদাতা, বিধানদাতা ও বিচার দিনের অধিপতি হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছে, তেমনি সেই আল্লাহ্‌র অনুগত মাখলুক হিসেবে, তাঁর আদেশ পালনে একান্ত বাধ্য, অনুগত ও বিশ্বস্ত বান্দা হিসেবে তাঁরই সৃষ্টি জগতের এক বিশেষ সৃষ্টি ফেরেশতাদের প্রতিও ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছে। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

www.bjilibrary.com

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○ (النساء : ١٣٦)

"আর যারা অস্বীকার করে আল্লাহকে, ফেরেশতাদেরকে, আল্লাহর কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলগণকে আর শেষ বিচারের দিনকে, তারা পথ ভ্রষ্ট হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে হেদায়াতের আলো থেকে অনেক দূরে সরে যায়।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৬)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○ (البقرة : ٩٨)

"আর যারা আল্লাহর শত্রুরূপে পরিগণিত হবে, শত্রুতা করবে তাঁর ফেরেশতা এবং রাসূলদের সাথে, শত্রুতা করবে জিবরাঈল ও মিকাঈলের সাথে, তাদের জেনে রাখা উচিত—আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের শত্রু।"

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۤئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

"আল্লাহর বান্দা হওয়ার ব্যাপারে কখনও ঈসা মসীহ সংকোচবোধ করতে পারেন না ; সংকোচবোধ করতে পারে না আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতারাও।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৭২)

يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○ (الحاقة : ١٧)

"সেদিন তাদের উপর তোমাদের রবের আরশ বহন করবে আটজনে।"

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰۤئِكَةً ص (المدثر : ٣١)

"দোযখের দেখাশুনার দায়িত্বে আমি ফেরেশতা ছাড়া আর কাউকে নিয়োগ করি না।"–(সূরা আল মুদ্দাচ্ছির ঃ ৩১)

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যেহেতু সদা অনুগত ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, অতএব দোযখের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা বা অবহেলা প্রদর্শনের সুযোগ নেই।

وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ○ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

"জান্নাতবাসীদের নিকট জান্নাতের সকল দরযা দিয়ে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করে তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে, বলবে—দুনিয়ায় সবর করার কারণে তোমাদের উপর অফুরন্ত শান্তি বর্ষিত হোক।"–(আর রাদ ঃ ২৩)

www.bjilibrary.com

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ٣٠)

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে চাই। ফেরেশতাগণ বললেন, পৃথিবীতে কি তাদেরকে পাঠাতে চান, যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাযিল করেছেন—তাঁর নবীদের কাছে কিতাব এবং সহীফা আকারে যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে, মুসলমান হিসেবে সেইসব কিছুকেই আমরা সত্য হিসেবে স্বীকার করি। সেগুলো আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁর নবী ও রাসূলগণের কাছে এগুলো পাঠিয়েছেন মানুষের নিকট তাঁর দ্বীন ও শরীয়াতের বিধি-বিধান পৌঁছানোর জন্যে। এগুলোর মধ্যে চারখানা কিতাব প্রসিদ্ধ। যথা ঃ শেষ নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব-আল কুরআন, মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব—তাওরাত, দাউদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব—জাবুর এবং ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব-ইঞ্জিল। আর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন হলো এ সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। অতীতের সমস্ত কিতাবসমূহ রহিত করে এখন গোটা মানব জাতির জন্যে আল কুরআনই আল্লাহর চূড়ান্ত বাণী, মানুষের প্রতি আল্লাহর সর্বশেষ হেদায়াত, আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের চূড়ান্ত ও নির্ভুল দলিল। মানবতার মুক্তির মহা সনদ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط

"হে মু'মিনগণ ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, রাসূলের প্রতি, সেই কিতাবের প্রতি যা এই রাসূলের উপর নাযিল করা হয়েছে, আর সেই কিতাবের প্রতিও যা ইতিপূর্বে নাযিল করা হয়েছে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৬)

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ط نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ○ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ط (ال عمران : ٢-٤)

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি (হে মুহাম্মাদ) তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন বাস্তব সত্য রূপে, যা সত্যায়ন করে তার সামনের কিতাবসমূহকে। ইতিপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্যে তাওরাত ও ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন। আর তিনি কুরআন নাযিল করেছেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২-৪)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ (المائدة : ٤٨)

"হে রাসূল ! আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি সত্য বিধানসহ এবং আল কিতাবের যাকিছু তার সামনে বিদ্যমান তার সত্যতা বর্ণনাকারী এবং তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক।"–(সূরা মায়েদা ঃ ৪৮)

وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ○ (النساء : ١٦٣)

"আমি দাউদকে জাবুর প্রদান করেছিলাম।"

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ○ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ○ وَاِنَّهُ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ○

"নিশ্চয় এটা রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত জিনিস। এটা নিয়ে তোমার দিলে আমানতদার রূহ (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন তুমি সাবধানকারীদের মধ্যে শামিল হতে পারো। এটা নাযিল হয়েছে স্পষ্ট আরবী ভাষায়। আর এটা পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবেও রয়েছে।"
–(সুরা আশ শুয়ারা ঃ ১৯২-১৯৬)

اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى لا صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ○

"নিশ্চয় একথা পূর্বে অবতীর্ণ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহেও বলা হয়েছে।"–(সূরা আল আ'লা ঃ ১৮-১৯)

www.bjilibrary.com

কুরআনের প্রতি ঈমান

মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে আল্লাহর অন্যান্য কিতাবের প্রতি ঈমানের পাশাপাশি তাঁর সর্বশেষ কিতাব কুরআনুল কারীমের প্রতিও ঈমান আনতে হবে। যে কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন তাঁর সৃষ্টির সেরা শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর। যেমন তিনি ইতিপূর্বেকার নবী-রাসূলদের প্রতি তাঁর বিভিন্ন কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই সর্বশেষ কিতাবের মাধ্যমে অতীতের সকল আসমানী কিতাবসমূহের হুকুম-আহকামকে রহিত ঘোষণা করেছেন। যেমন মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাতের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার (সিলসিলার) পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এই কিতাব আল কুরআনের প্রতি ঈমানের ঘোষণার সাথে আমাদেরকে এটাও বিশ্বাস করতে হয় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মানুষের জন্যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান, পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন ও শাসন সংবিধান রূপেই তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। যারা এ কিতাবকে গ্রহণ করে এ কিতাব তাদের ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবনের সাফল্যের ও সৌভাগ্যের গ্যারান্টি দেয়। আর যারা একে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে উভয় জগতে দুর্ভাগ্য বরণের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, এটাই একমাত্র কিতাব যাকে যাবতীয় প্রকারের বিকৃতির হাত থেকে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন তথা সংযোজন-বিয়োজনের হাত থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহ স্বয়ং করেছেন। এ দুনিয়ার জীবনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তির সময় আল্লাহ তাঁর কিতাবকে স্বয়ং তাঁর কাছে তুলে নেয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এটা এভাবে আল্লাহর বিশেষ হেফাজতে অবিকৃতই থাকবে। তাঁর সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۙ

"মহান সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার উপর ফোরকান নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে সতর্ক, সাবধান করতে সক্ষম হন।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ১)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ (يوسف : ٣)

"আমি অহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি এ কুরআন নাযিল করে তোমার নিকট অনেক অনেক উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যদিও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই ছিল না।"-(সূরা ইউসুফ ঃ ৩)

www.bjilibrary.com

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰكَ اللّٰهُ ۖ وَلَا

تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ ○ (النساء : ١٠٥)

"হে নবী ! আমি এ কিতাব পূর্ণ সত্যতার সাথে আপনার উপর নাযিল করেছি। যেন আল্লাহ আপনাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুযায়ী লোকদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন। খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে আপনি বিতর্ককারী হবেন না।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ

مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۖ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○

يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ

اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ (المائدة : ١٥ـ١٦)

"হে আহলে কিতাব ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসে গেছেন। তোমরা যেসব সত্য গোপন করতে তার অধিকাংশই তিনি প্রকাশ করে দিচ্ছেন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমা করছেন। তোমাদের নিকট তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের আলো এবং খোলা কিতাব এসে হাজির। যা আল্লাহর নির্দেশে মানব জাতির মধ্য থেকে যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫-১৬)

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ○ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ

مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ○ (طه : ١٢٣ـ١٢٤)

"যারা আমার এ হেদায়াতের (কুরআন) অনুসরণ করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না, দুর্ভাগ্যের শিকার হবে না। আর যারা আমার জিকির (কুরআন) থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরাবে তাদের জীবন-জীবিকা কঠিন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হবে। (এখানেই শেষ নয়) তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ করে হাশর করা হবে।"–(সূরা ত্ব-হা ঃ ১২৩-১২৪)

www.bjilibrary.com

وَاِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌO لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍO (حم السجدة : ٤١-٤٢)

"এই কিতাব অত্যন্ত মজবুত সুরক্ষিত কিতাব। না তার সামনে থেকে বাতিল ঢুকতে পারে আর না পিছন থেকে। এটা নাযিল হয়েছে বিজ্ঞ স্বপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে।"-(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৪১-৪২)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَO (الحجر : ٩)

"অবশ্য অবশ্যই আমি এ কিতাব নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজতকারী।"-(সূরা আল হিজর ঃ ৯)

নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান

মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে এই মর্মেও ঈমানের ঘোষণা দিতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকে কিছু লোককে নবী-রাসূল হিসেবে বাছাই করেছেন। তাঁদের কাছে অহীর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান ও আইন-কানুন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। তাদেরকে যুক্তি-প্রমাণসহ পাঠিয়েছেন মো'জেজার দ্বারা তাদেরকে সাহায্যও করেছেন। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ) প্রথম নবী। দ্বিতীয় আদম হিসেবে অভিহিত হযরত নূহ (আ) থেকে এর ধারাবাহিকতা চলে এসে মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

নবী-রাসূলগণ মানুষ ছিলেন। মানুষের মতই তাঁদের জৈবিক চাহিদা ছিল। তাই অন্যান্য মানুষের মতই তাঁরা খানাপিনা করতেন। সুস্থতা, অসুস্থতা, হায়াত-মওত কোনটারই উর্ধে তাঁরা ছিলেন না। এরপরও আল্লাহর বিশেষ হেফাজতে, বিশেষ ব্যবস্থায় তারা ছিলেন নিষ্পাপ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক। তাঁদের সবার প্রতি ঈমান না আনলে কারো ঈমান পরিপূর্ণ হতে পারে না।

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَO

"আমি অবশ্য প্রত্যেক জাতির প্রতি রাসূল পাঠিয়েছি। তারা মানুষের কাছে এ দাওয়াত পেশ করেছে যে, সবাই আল্লাহর দাসত্ব কর এবং খোদাদ্রোহী শক্তিকে বর্জন কর।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৩৬)

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ۝ (الحج : ٧٥)

"আল্লাহ ফেরেশতা এবং মানুষের মধ্য থেকে রাসূল বাছাই করেন, তিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন।"-(সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৫)

এখানে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল বাছাই করার অর্থ মানুষের প্রতি মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ যাদের রাসূল মনোনীত করেন তাদেরকে আল্লাহ অহীর বার্তা পৌছানোর জন্যে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে বাছাই করেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের প্রতি রাসূল বা বার্তাবাহক, মানুষের প্রতি রাসূল নয়। মানুষের জন্যে আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকেই রাসূল বাছাই করেছেন।

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۝ رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝ (النساء : ١٦٣-١٦٥)

"আমি তোমার উপর (হে মুহাম্মাদ) তেমনি অহীর মাধ্যমে জ্ঞান দিয়েছি যেমন নূহ (আ)-কে এবং তাঁর পরবর্তী সমস্ত নবীদের অহীর জ্ঞান দিয়েছিলাম। এভাবে আমি ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ), ইয়াকুব (আ) তাঁর বংশধরদের অনেককেই এই অহীর জ্ঞান দিয়েছিলাম। এবং ঈসা (আ), আইয়ুব (আ), ইউনুস (আ), হারুন এবং সোলায়মান (আ)-কেও অহীর জ্ঞান দিয়েছিলাম। আর দাউদ (আ)-কে দিয়েছিলাম জাবুর কিতাব। সেসব রাসূলদের অনেকের সম্পর্কে তোমাকে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। আর অনেকের কথাই বলা হয়নি। আর জেনে রাখ, মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলেছেন। আমি নবী-রাসূল পাঠিয়েছি শুভসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে, যাতে এভাবে রাসূল আগমনের পর আর কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার সুযোগ না থাকে।"-(আন নিসা ঃ ১৬৩-১৬৫)

www.bjilibrary.com

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ○ (حديد : ٢٥)

"আমি যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণসহ, আর তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং ন্যায়ের মানদণ্ড, যাতে করে মানুষ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।"-(সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

"আর স্মরণ কর নবী আইয়ুবের কথা যখন তিনি তার রবকে এই বলে ডাকছিলেন—হে আমার রব ! আমাকে রোগ-ব্যধিতে পেয়ে বসেছে, তুমিই সবচেয়ে বড় মেহেরবান।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৩)

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّآ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ ○ (الفرقان : ٢٠)

"তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠিয়েছি সবাই (মানুষের মত) খাবার খেয়েছে এবং হাটে-বাজারে বেচা-কেনা করেছে।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ২০)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ

"অবশ্যই আমি মূসাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। এ সম্পর্কে তোমরা স্বয়ং বনী ইসরাঈলদের জিজ্ঞেস কর, যখন তিনি তাদের সামনে এসেছিলেন।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০১)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ج وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ○ (احزب : ٧)

"স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন আমি সমস্ত নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছি। (হে মুহাম্মাদ !) তোমার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম থেকেও অনুরূপ ওয়াদা নিয়েছি। আমি তাদের সবার কাছ থেকে পাকাপোক্ত ওয়াদা নিয়েছি যাতে করে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যায়। আর কাফেরদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ৭)

www.bjilibrary.com

মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান

শেষ নবীর উম্মত হিসেবে আমাদেরকে অন্যান্য নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেবার সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর নবুওয়াতের প্রসঙ্গে কিছু অতিরিক্ত ঘোষণা দিতে হয়। তাহলো ঃ

তিনি তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের রাসূল। ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, স্থান-কাল নির্বিশেষে তিনি সব মানুষের নবী, সব মানুষের নেতা, সব মানুষের আদর্শ।

তাঁর নবুওয়াতের মাধ্যমে নবুওয়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও নানা মো'জেজা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মো'জেজা হলো আল কুরআন।

তাঁকে আল্লাহ সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন। আর তার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মতের মর্যাদা দান করেছেন। তাঁকে এমন কিছু বিশেষ বিশেষ পুরস্কার দিয়েছেন যা আর কাউকে দেননি। যেমন—অসিলা, কাওসার, হাউজ এবং মাকামে মাহমুদ।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝

"মহান বুজর্গ সেই সত্ত্বা যিনি তাঁর বান্দার উপর কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি গোটা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারেন।"
—(সূরা আল ফুরকান ঃ ১)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (انبياء : ١٠٧)

"তোমাকে তো আমি কেবলমাত্র এজন্যেই পাঠিয়েছি যে, তুমি গোটা বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে।"—(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭)

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۝

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি তো আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।"—(সূরা আল আহযাব ঃ ৪০)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط

"হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কাছে রাসূল এসেছেন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে, অতএব, ঈমান আনো। তোমাদের কল্যাণ হবে।"—(সূরা আন নিসা ঃ ১৭০)

www.bjilibrary.com

আখেরাতের প্রতি ঈমান

মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে এও বিশ্বাস করতে হয় যে, এই পার্থিব জগত একদিন শেষ হয়ে যাবে। এটা শেষ হবার জন্যে একটা নির্দিষ্ট দিন আছে। এরপরে আর এ দুনিয়ার জীবনের জন্যে একটি মুহূর্তও ফিরে আসবে না। এরপর শুরু হবে পরপারের জীবন। তখন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্জীবিত করবেন। সবাইকে তাঁর কাছে জমায়েত করবেন এবং সবার হিসেব নেবেন। যারা হিসেব দিয়ে আল্লাহকে খুশী করতে সক্ষম হবে, আল্লাহর নেক বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবে তাদেরকে চিরস্থায়ী নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হবে। আর যারা হিসেব দিতে গিয়ে আল্লাহকে খুশী করতে ব্যর্থ হবে। আল্লাহর নাফরমান হিসেবে পরিগণিত হবে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

"এ নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুই নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবে। বাকী থাকবে তোমার রবের সত্ত্বা যিনি মহিয়ান-গরিয়ান।"-(আর রহমান ঃ ২৬-২৭)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

"প্রত্যেক জীবনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। আমরা ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমাদেরকে আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩৫)

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۗ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۗ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ (التغابن : ٧)

"কাফেরগণ ধারণা করে নিয়েছে মৃত্যুর পর আর কখনই তাদেরকে জীবিত করা সম্ভব হবে না। বল, আমার রবের কসম, অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। আর আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারটি অতীব সহজ।"-(সূরা আত তাগাবুন ঃ ৭)

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (المطففين : ٤)

"তারা কি ভাবতে পারে না যে, তাদেরকে সেই মহা বিচারের দিন জীবিত করা হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজাহানের মালিক মহা প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে।"–(সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ৪)

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

"হাশরের মাঠে সমবেত হবার সেই দিন সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন কর, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন রবের বিচারে একজন হবে জান্নাতী এবং একজন হবে জাহান্নামী।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ৭)

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۗ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝ (زلزال : ١–٨)

"যখন যমীনকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে এবং যমীন নিজের ভেতরের সব বোঝা বাইরে ফেলে দেবে। তখন মানুষ বলে উঠবে, এর কি হলো ? সেদিন যমীন নিজের সব খবর বলে দেবে। কারণ, আপনার রবই তাকে এরূপ করার হুকুম দিয়ে থাকবেন। সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা অবস্থায় ফিরে আসবে, যাতে তাদেরকে আমল দেখানো যায়। অতপর যে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে, আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সেও তা দেখতে পাবে।"

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِاىْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

"আর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন আকাশমণ্ডল ও যমীনে যারা আছে তারা সবাই মরে পড়ে যাবে—সে লোকদের ছাড়া, আল্লাহ যাদেরকে জীবিত রাখতে চান। তারপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকলেই জীবিত হয়ে উঠে দেখতে থাকবে। পৃথিবী তার প্রভুর নূরে আলোকিত হয়ে উঠবে। আমলনামা সামনে রাখা হবে এবং নবী-রাসূল ও

www.bjilibrary.com

সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মাঝে সঠিকভাবে বিচার করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হবে না। আর প্রত্যেক প্রাণীকে তার কু-কর্মের বদলা পুরোপুরিভাবে দেয়া হবে। কেননা লোকেরা যা আমল করে আল্লাহ তা'আলা তা ভাল করেই জানেন।"

-(সূরা আয যুমার ঃ ৬৮-৭০)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝

"কেয়ামতের দিন সঠিক ও নির্ভুল ওজন করার দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব। ফলে কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুমও হবে না। যার এক বিন্দু পরিমাণও সৎকর্ম আছে তার সামনে হাজির করব। আর হিসেব সম্পাদন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৪৭)

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝ وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝ وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۝ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۚ ۝ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا ۢبِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ۝ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝ (الحاقة : ١٣-٣٤)

www.bjilibrary.com

"যেদিন শিংগায় একবার ফুঁক দেয়া হবে এবং যমীন ও পর্বতমালাকে উপড়ে তুলে এক আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হবে, সেদিন ঘটনাটি ঘটবে। সেদিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে পড়বে। ফেরেশতাগণ তার পরিপার্শ্বে উপস্থিত থাকবে। আর আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমার প্রভুর আরশ নিজেদের উপরে বহন করে রাখবে। সেদিনই তোমাদিগকে উপস্থিত করা হবে। তখন তোমাদের কোন তত্ত্বই লুকিয়ে থাকবে না। সেদিন যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে—দেখ দেখ, পড় তোমার আমলনামা। আমি মনে করেছিলাম যে, অবশ্যই আমার হিসাব পাওয়া যাবে। তখন সে সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকবে—উচ্চতম স্থানের জান্নাতে। যার ফলের গুচ্ছ ঝুলে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা আনন্দচিত্তে খাও এবং পান কর —তোমাদের সেসব আমলের বিনিময়ে, যা তোমরা অতীত দিনসমূহে করেছ। পক্ষান্তরে যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় ! আমার আমলনামা যদি আমাকে না দেয়া হতো। আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না জানতাম ! হায় ! আমার মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো তাহলে কতইনা ভাল হতো। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। আমার সকল ক্ষমতা ও আধিপত্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে ঃ লোকটিকে ধর, তার গলায় ফাঁস লাগাও এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। এরপর তাকে সত্তুর হাত দীর্ঘ শিকলে বেঁধে দাও। কারণ এ লোকটি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি এবং মিসকীন খাওয়ানোর জন্য কাউকে উৎসাহও দিত না।"-(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৩-৩৪)

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝ ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۝ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ج كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۝ (مريم : ٦٨-٧٢)

"তোমার রবের শপথ ! অবশ্যই আমি এসব লোক এবং তাদের শয়তানগুলোকে একত্রিত করব। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের চারপাশে উপুড় করে ফেলে দিব। তারপর প্রত্যেক দল থেকে এমন লোককে বাছাই

www.bjilibrary.com

করব যারা দয়াময় আল্লাহর বিরুদ্ধে খুব বেশী বিদ্রোহী ছিল। আমরা এটাও জানি যে, তাদের মধ্য থেকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য কারা। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, জাহান্নামে উপস্থিত হবে না। এটাতো একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকৃত কথা, এটা পূরণ করা তোমার খোদার দায়িত্ব। সাথে সাথে সেসকল লোকদেরকে রক্ষা করব যারা তাকওয়ার জীবন যাপন করেছে। আর যালিমদেরকে তাতেই নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেব।"–(সূরা মরিয়ম ঃ ৬৮-৭২)

কদরের প্রতি ঈমান

আল্লাহর ছিফাত ও কুদরতের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী স্বরূপ মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে 'কাজা ও কদরের' প্রতিও ঈমান আনতে হয়। যাকে সাধারণত তকদীর বলা হয়। কাজা অর্থ সৃষ্টির সূচনালগ্নে বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত, নেতিবাচক হোক চাই ইতিবাচক। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বস্তুকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সময়ে সৃষ্টি করা।–(মিনহাজুল মুসলিম)

অবশ্য কাজা ও কদর শব্দ দু'টি একে অপরের পরিপূরক বা সম অর্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

এভাবে কাজা ও কদরের প্রতি বিশ্বাসের মূল কথা আল্লাহর হিকমত ও মর্জির প্রতি আস্থাস্থাপন করা। এই মর্মে বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহর ইল্ম এবং পরিকল্পনার বাইরে কোন কিছুই হতে পারে না। এমনকি মানুষকে যেসব ব্যবহারে, যেসব বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা বা সীমিত সায়ত্বশাসনের সুযোগ দেয়া হয়েছে সেসব কাজও আল্লাহর চূড়ান্ত অনুমোদন ছাড়া তাঁর ইচ্ছার বাইরে হতে পারে না। আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাঁর কাজা ও কদরের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ইনসাফ করছেন—গোটা সৃষ্টি পরিচালনায় কোন একটি দিকও হিকমত বহির্ভূত নয়। আবার তাঁর হিকমত তাঁর ইচ্ছার বহির্ভূত নয় বরং অধীন। তিনি যা চান তাই হয় আর যা চান না তা হতে পারে না।

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ○(القمر : ٤٩)

"নিসন্দেহে আমি প্রতিটি জিনিস আমার পরিকল্পনার অধীন সৃষ্টি করেছি।"

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ○

"সমস্ত বস্তুর উৎসমূল আমার কাছে। আর তার কোন কিছু আমার পরিকল্পনার বাইরে নাযিল করি না।"–(সূরা আল হিজর ঃ ২১)

www.bjilibrary.com

مَآ اَصَابَ مِن مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ
اَنْ نَّبْرَاَهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ (الحديد : ٢٢)

"এই পৃথিবীতে এবং তোমাদের জীবনে যতসব বিপদ-মুসিবত বা বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটে থাকে তার সবকিছুই আমি এ দুনিয়া সৃষ্টির আগেই কিতাবে উল্লেখ করেছি—আর এটা আমার জন্যে খুবই সহজ ব্যাপার।"

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (التغابن : ١١)

"কোন বিপদ-মুসিবত আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া আসতে পারে না।"

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ط (بنى اسرائيل : ١٣)

"প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি।"

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ (التوبة : ٥١)

"বল, আল্লাহ আমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন তাছাড়া আর কিছুই আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তিনিই আমাদের মুনিব। কেবল মাত্র আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।"

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ (الانعام : ٥٩)

"তাঁরই কাছে অদৃশ্য লোকের চাবি, তিনি ছাড়া কেউ এ সম্পর্কে কিছু জানে না। জলে-স্থলে যাকিছু আছে সব সম্পর্কেই তিনি জানেন। ক্ষুদ্র একটি গাছের পাতা ঝরার ব্যাপারটিও তাঁর অজানা নয়। এমনকি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে লুকায়িত একটি সরিষার দানাও অগোচরে নয়। আদ্র ও শুষ্ক নির্বিশেষে সকল বস্তু তাঁর কাছে উন্মুক্ত কিতাবে সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ।"-(সূরা আল আনআম ঃ ৫৯)

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ (التكوير : ٢٩)

"তোমাদের চাওয়ায় কোন কাজ হয় না যতক্ষণ না বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ চান।"-(সূরা আত তাকবীর ঃ ২৯)

www.bjilibrary.com

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰٓ ۙ أُولَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔

"অবশ্যই যাদের সম্পর্কে পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, তারা আমার কল্যাণ লাভ করবে, তারা জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে।"

–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০১)

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ ۙ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ج

"যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন তুমি একথা বললে না কেন যে, আল্লাহর মর্জি তাই হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো শক্তি নেই।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৩৯)

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ج (اعراف : ٤٣)

"আল্লাহ যদি আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা হেদায়াত পেতাম না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৪৩)

---

www.bjilibrary.com

মু'মিনের পরিচয়

এ পর্যন্ত আমরা আল কুরআনের আলোকে ঈমানিয়াতের বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আলোচনা করে এসেছি। কারণ কুরআনের বর্ণনাই বরং সহজ-সরল এবং আমাদের মন-মগজের জন্যে সবচেয়ে বেশী আবেদনমূলক। এসব বিষয়ের প্রতি আল্লাহর বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করাই ঈমানের দাবী। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত এটাকে সীমাবদ্ধ রাখলেও চলবে না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই হেদায়াতের ভিত্তিতে আমাদের প্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিচালনা করতে হবে।

রাসূলে খোদা (সা) বলেছেন ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ۔

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তিকে ঐ হেদায়াতের অনুযায়ী বানাতে সক্ষম হবে যা আমি নিয়ে এসেছি।"

আল্লাহর রাসূল আমাদের কাছে কি হেদায়াত নিয়ে এসেছেন এই প্রশ্নের উত্তর সবার জানা আছে। তিনি আমাদের জন্যে কুরআন নিয়ে এসেছেন। কুরআন আমাদেরকে শিখিয়েছেন। কুরআনের উপর আমলের জীবন্ত নমুনা উপস্থাপনা করেছেন। অতএব, ঈমানের অনিবার্য দাবী আমাদের মনে, মগজে ও চরিত্রে এর ছাপ, এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে হবে। এ কারণেই কুরআন আমাদেরকে যেসব বিষয়ে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছে, এসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনে যারা মু'মিন নামে অভিহিত হয় তাদের পরিচয় সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। আমরা কুরআনের উপস্থাপিত মু'মিনের পরিচয় এবং মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্য দু'টো ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে শুধু মু'মিনের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করব। মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

"সন্দেহ নেই, মু'মিন কেবল তারাই যাদের সামনে কখনও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে তাদের দিল কেঁপে উঠে।

www.bjilibrary.com

আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কোন আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এবং তার ফলশ্রুতিতে তারা কেবলমাত্র তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ২)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ـ

"যারা ঈমানদার তারা সংগ্রাম করে আল্লাহর পথে। আর যারা কুফরী মতবাদের অনুসারী তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে—খোদাদ্রোহী শক্তির পক্ষে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ط ـ(النور : ٥١)

"মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে ডাকা হয় তখন তাদের মুখ থেকে মাত্র এই দু'টো কথাই উচ্চারিত হতে পারে বা হওয়া উচিত—তাহলো আমরা এ নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলাম এবং বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নিলাম।"

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا ـ

"নিসন্দেহে মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দেয়, এরপর আর কোন সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে না।"

-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫)

مَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط

"কোন ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্ত আসার পর কোন মু'মিন নারী বা পুরুষের জন্যে সে সিদ্ধান্ত মানা না মানার আর কোন এখতিয়ার থাকে না।-(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

www.bjilibrary.com

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

"কক্ষণও না, তোমার রবের কসম, তারা কখনও ঈমানদার হতে পারবে না, যদি না তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়–অতপর তোমার ফায়সালাকে চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করে নেয় এবং এ ব্যাপারে তাদের মনে আর কোন সংশয় থাকে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫)

আল্লাহ তা'আলার কিতাবে মু'মিনের এই পরিচয় এতই স্পষ্ট যে, আমরা যে কেউ তা সহজে একটু মনোনিবেশ সহকারে বুঝতে চেষ্টা করলেই তা উপলব্ধি করতে পারি। এ কারণে কুরআনের এ আয়াতের কথাগুলোকে আমরা ব্যাখ্যা ছাড়াই শুধু উদ্ধৃতি পেশ করেই এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করতে চাই। আল কুরআনের বাঞ্ছিত আখলাকের অধ্যায়ে অবশ্য খোদ কুরআনের ভাষায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

আনুষ্ঠানিক ইবাদাতসমূহ

"ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো বান্দা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করবে। মূলত আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা কেবল মাত্র আমারই ইবাদাত করবে।"–(সূরা আজ জারিয়াত ঃ ৫৬)

আল্লাহ তা'আলার আরো ঘোষণা ঃ

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ

"তারাতো কেবলামাত্র এই মর্মেই আদিষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে নির্ভেজাল ও নিরংকুশ আনুগত্য প্রকাশ করতঃ একমাত্র তারই দাসত্ব ও গোলামী করবে।"–(সূরা আল বাইয়্যিনা ঃ ৫)

মূলত ইবাদাত বলতে মানুষের গোটা জীবনকে তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আল্লাহর মর্জি মোতাবেক পরিচালনা করে—সব ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাকেই বুঝায়। মানুষ যাতে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানতে সক্ষম হয়, হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম

www.bjilibrary.com

হয় সে জন্যে আল্লাহ তা'আলা দয়া করে মেহেরবানী করে আমাদের জন্যে নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জের মত চারটি বুনিয়াদী ইবাদাত বাধ্যতামূলক করেছেন। এই বুনিয়াদী ইবাদাতসমূহকে আমরা আনুষ্ঠানিক ইবাদাতও বলে থাকি। নির্দিষ্ট সময়ের এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণের জন্যে আল্লাহর ইবাদাত করার, ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

ঈমানদার হিসেবে আমাদেরকে যে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে আমরা প্রথমত দু'ভাবে ভাগ করতে পারি। (১) আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব, (২) আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব। ইসলামী পরিভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় 'হক্কুল্লাহ'। আর দ্বিতীয়টিকে 'হক্কুল ইবাদ'। আনুষ্ঠানিক বা মৌলিক ইবাদাতগুলো আমাদেরকে উভয় প্রকারের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে। সবটার মধ্যেই এ দু'টো দায়িত্ব পালনের ট্রেনিং পাওয়ার সুযোগ আছে।

তবে নামায, রোযা ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের দিকটাই প্রধান। আর আল্লাহর জন্যেই যেহেতু তাঁর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে সে জন্যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধির উপরে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করাটাই স্বাভাবিক।

চারটি মৌলিক ইবাদাতের মধ্য থেকে যাকাত পুরোপুরিভাবেই হক্কুল ইবাদ বা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ট্রেনিং দেয়।

সালাতের মূল উদ্দেশ্য যিকরুল্লাহ

সালাতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ○

"অবশ্য অবশ্যই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, একমাত্র আমারই ইবাদাত কর, নামায কায়েম কর, আমার জিকিরের জন্যে।"

–(সূরা ত্ব-হা ঃ ১৪)

أَقِمِ الصَّلٰوةَ ط إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ط (العنكبوت : ٤٥)

"নামায কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামায ফাহেশা এবং মুনকার থেকে বিরত রাখে—আর এর সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো—আল্লাহর যিকির।"

www.bjilibrary.com

বস্তুত সর্বক্ষণ মানুষের মনে আল্লাহর জাত, ছিফাত ও হুকুম-আহকামের কথা স্মরণ থাকলেই মানুষ আল্লাহর পথে চলতে পারে। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের মন যদি গাফিল হয়ে যায় তাহলে সে যেমন আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তেমনি আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থ হয়। হাদীসে রাসূলের আলোকে ঈমানদার হওয়ার জন্যে প্রবৃত্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের অনুসারী বানানো শর্ত। আমাদের প্রবৃত্তিকে উক্ত আসমানী হেদায়াতের অনুসারী বানানোর ব্যাপারে নামাযের ভূমিকা প্রধান এবং কার্যকর। সূরায়ে মরিয়মের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা নামায বর্জনের ফল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন এতে মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে যায়।

أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ ـ(مريم : ٥٩)

"তারা নামায নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।"

প্রবৃত্তির প্রাধান্য মানুষকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করে এবং আসমানী হেদায়াতের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করতে বাধা দান করে। প্রবৃত্তির এই সর্বনাশা প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্যে, মানবাত্মার এই সর্বনাশা রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা সবর এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط
أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى
الْخٰشِعِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○

"তোমরা কি মানুষকে নেক কাজের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও ? অথচ তোমরা কিতাব পড়া-শুনা করছ, তোমাদের কি বিবেক-বুদ্ধি নেই ? সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর। নিশ্চয়ই এটা মস্তবড় কঠিন কাজ, অবশ্য তাদের জন্যে নয় যারা বিনয়ী ; যারা বিশ্বাস করে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির জন্যে হাজির হতে হবে, তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৪-৪৬)

www.bjilibrary.com

মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাব, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ঈমানদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন তার মধ্যে প্রায় সর্বত্রই সালাতকে প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কারণ, ঈমানদারের আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়, প্রধান সোপানই হল সালাত। এ জন্যে হাদীসে রাসূলে নামাযকে মু'মিনের মে'রাজ বলা হয়েছে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ট হয় হাদীসে কুদসীতে আল্লাহর রাসূল তা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"নামাযকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগাভাগি করা আছে। আর এই সময় আমার বান্দা যা চায় আমি তাই দিয়ে থাকি। বান্দা যখন বলে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের শুনিয়ে বলেন—আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। বান্দা যখন বলে আররাহমানির রাহীম, আল্লাহ তখন বলেন—আমার বান্দা আমারই গুণগান করছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন আল্লাহ তখন বলেন—আমার বান্দা আমার মর্যাদার স্বীকৃতি দিল। বান্দা যখন বলে ইয়্যাকা নাবুদু ওইয়্যাকা নাস্তাঈন, তখন আল্লাহ বলেন—এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝের সম্পর্কের মূল রহস্য। এবং বান্দা যা চায় তা পায়। বান্দা যখন বলে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম —আল্লাহ বলেন, এর পুরোটাই আমার বান্দার জন্যে—আমার বান্দা যা চায় তা-ই পায়।"

আল কুরআনের শিখানো দোআ ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ق رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۝

"হে আমার মুনিব আমাকে সত্যিকারের সালাত কায়েমকারী বানাও। আর আমার বংশধরদেরকেও। হে আমাদের রব আমাদের দোআ কবুল করুন।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪০)

আল কুরআনের বাঞ্ছিত সালাতের রূপ মু'মিনের বৈশিষ্ট্যের আলোচনাতেই আমরা উপলব্ধি করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

যাকাতের উদ্দেশ্য

সালাতের পর দ্বিতীয় বুনিয়াদি ইবাদাত হচ্ছে যাকাত। আল কুরআনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামায কায়েমের সাথে যাকাত আদায়ের আলোচনার পাশাপাশিই এসেছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, সালাত যেমন প্রধানত আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদেরক উদ্বুদ্ধ করে তেমনি যাকাতের মাধ্যমে

www.bjilibrary.com

আমরা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। যেহেতু ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো মু'মিন একথা মনে-প্রাণে স্বীকার করবে যে, তার জান ও মালের মূল মালিক আল্লাহ। অতএব, এ জান ও মাল আল্লাহর নামে আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণেই ব্যবহার করতে হবে। তাই যাদের হাতে মাল আছে আল্লাহ চান যে, তারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্যে, আল্লাহকে খুশী করার জন্যে অকাতরে তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে ব্যয় করবে। অথচ এ জগতে কারো কাছ থেকে তার প্রতিদান আশা করবে না। যেমন সূরা আল বাকারা ১৭৭নং আয়াতে ঈমানের কথা বলার পরেই বলা হয়েছে ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ -(البقرة : ١٧٧)

"আল্লাহর ভালবাসার তাকিদে মাল দান করে।"

সূরা আদ দাহারে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

"তারা আল্লাহর মহব্বতের তাকিদে ইয়াতীম মিসকীন প্রভৃতিকে খাবার খাওয়ায় আর বলে আমরা তোমাদের নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়াচ্ছি। তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রকারের প্রতিদান আশা করি না। তোমাদের পক্ষ থেকে কোন কৃতজ্ঞতাও কামনা করি না।"-(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-৯)

এরূপ নিঃস্বার্থ মন নিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনেও আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে হস্ত সম্প্রসারণে যাতে আমরা সক্ষম হতে পারি এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মাধ্যমে একটি বাধ্যতামূলক খরচের দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করেছেন। এই সাথে এর মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে যে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় —সামাজিক সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফ বিঘ্নিত হয়, তা দূর করাও যাকাতের উদ্দেশ্য। তাই যাকাত দান নয়। এটাকে ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের পর্যায়ে রাখলে কোনদিন এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে পারে না।

কুরআনে সূরা তাওবাতে যাকাতের যে আটটি খাতের আলোচনা করেছে তাতে তৃতীয় খাত হিসেবে যাকাত গ্রহণ ও বন্টনে নিয়োজিত কর্মচারীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যা থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত ব্যক্তিগতভাবে দেয়া-নেয়ার ব্যাপার নয়। এভাবে না যাকাত সঠিকভাবে আদায় হতে পারে, আর না যাকাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে পারে। উক্ত খাত আটটি নিম্নরূপ ঃ

www.bjilibrary.com

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط

"এ সাদকা মূলত ফকীর, মিসকীন, সাদকা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, মন জয় করার উদ্দেশ্যে, গোলামীর শৃংখল মুক্ত করার কাজে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যার্থে, আল্লাহর পথে এবং পথিক ও মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)

এ থেকে প্রমাণিত হয়, যাকাতের অর্থ সংগ্রহ ও বন্টনের বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান হলো ইসলামী রাষ্ট্র সংস্থা। সূরায়ে হজ্জের ৪১নং আয়াতে প্রমাণিত হয় এটা ইসলামী রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব-কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ -

"তারা এমন লোক যদি আমি তাদেরকে দুনিয়ায় রাষ্ট্র ক্ষমতা দেই তাহলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দানের ব্যবস্থা চালু করবে।"
–(সূরা আল হজ্জ ঃ ৪১)

হাদীসে রাসূলে যাকাতের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ اِلٰى فُقَرَاءِ هِمْ -

"মুসলমানদের ধনী ব্যক্তিদের থেকে সংগ্রহ করা হবে এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে।"

একথা থেকেও প্রমাণিত হয় যাকাতকে ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের পর্যায়ে কোন অবস্থাতেই ফেলা যায় না। বরং এটা তো ধনীর ধনে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত গরীবের ন্যায্য পাওনা, ন্যায্য অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত সেই পাওনা আদায় করে দেবার একটা বিধিসম্মত এজেন্সি। বাধ্যতামূলক এই যাকাত যদি বিধিসম্মতভাবে দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে একদিকে যেমন গরীব-দুঃস্থ জনগণ কারো কাছে হাত না পেতেই আর্থিক আনুকূল্য পেতে পারে। তেমনি প্রতিদানের আশা ছাড়া অর্থ ব্যয়ের স্বার্থহীন ও নিষ্ঠাবান মনের অধিকারী হতে পারে সমাজের সচ্ছল ও বিত্তশালী লোকেরা। এভাবে যাকাতের মাধ্যমে আমরা সমাজের বাঞ্চিত দারিদ্র পীড়িত লোকদের মন থেকে হীনমন্যতাবোধ এবং মানবিক হিংসা-বিদ্বেষ দূর করতে পারি। আর ধনীদের মন থেকে অর্থ লিপ্সা ও কৃপণতা তথা হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করতে পারি। এ সম্পর্কে আল কুরআনের কতিপয় ঘোষণা ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (التوبة : ١٠٣)

"তাদের মাল থেকে সাদকা গ্রহণ করে তাদের পূত-পবিত্র কর। তাদের জন্যে দোআ কর, তোমার দোআ তাদের মনের প্রশান্তি স্বরূপ। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন এবং জানেন।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩)

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٦٠)

"সাদকা অবশ্য অবশ্যই ফকীর এবং মিসকীনদের হক। এবং এ কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের হক। তাছাড়া দিল জয় করার জন্যে, দাসমুক্ত করার জন্যে, দেনাগ্রস্ত লোকদের দেনা মুক্তির জন্যে আর আল্লাহর পথের কাজের জন্যে এবং অসহায় পথিকের জন্যেও এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অংশ নির্ধারিত করা হয়েছে। তিনি জ্ঞানী এবং বিজ্ঞ।"-(তাওবা ঃ ৬০)

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ○ (الاعراف : ١٥٦)

"আমার রহমত সকল বস্তুকে ঘিরে আছে। সে রহমত অতি শীঘ্র তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।"

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

"আর মুশরিকদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য-অবধারিত। যারা যাকাত দেয় না আর তারা আখেরাতের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী।"

-(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৬-৭)

এ যাকাত শুধু শেষ নবীর উম্মতের উপর ফরয নয়—অতীতের সমস্ত নবী-রাসূলদের উম্মতের জন্যেও এটা বাধ্যতামূলক ছিল। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন নবীর দাওয়াত ও হেদায়াত প্রসঙ্গে সূরায়ে আম্বিয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ), লূত (আ), ইসহাক (আ) এবং ইয়াকুব (আ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ

الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ ج وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ○(الانبياء : ٧٣)

"আমি তাদের নেতৃত্বের আসন দিয়েছিলাম, তারা মানব জাতিকে আমার নির্দেশের আলোকে পরিচালনা করেছে, পথ দেখিয়েছে। আর তাদেরকে আমি কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দিয়েছি, নির্দেশ দিয়েছি নামায কায়েমের এবং যাকাত আদায়ের। তারা সবাই আমার ইবাদাত গুজার বান্দা ছিল।"

সূরায়ে মরিয়মে আল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص -(مريم : ٥٥)

"তিনি তার অধীনস্ত লোকদের নামায এবং যাকাতের নির্দেশ দিতেন।"

এ প্রসঙ্গে সূরায়ে মরিয়মে ঈসা (আ)-এর উক্তি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا○

"আমাকে আমার রব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সালাত কায়েম এবং যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৩১)

যাকাতকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোনাহসমূহের কাফ্ফারা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঃ

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ -

"যদি তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত্ আদায় কর, আমার নবী-রাসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে যথাবিহীত সম্মান কর এবং আল্লাহকে করজে হাসানা দান কর, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেব।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ১২)

রোযার উদ্দেশ্য

আমাদের তৃতীয় মৌলিক ইবাদাত হচ্ছে রোযা। রোযা বছরে এক মাস আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। আর সেই রোযার জন্যে রমযান মাসকে বাছাই করেছেন। আবার রমযান মাস সেই মাস, যে মাসে আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন। ইসলামের এই বুনিয়াদি ইবাদাতও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। বরং আল্লাহর কুরআনের হেদায়াত অনুসরণের যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে

www.bjilibrary.com

এর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ জন্যে হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ পাওয়া যায়— আল্লাহ তা'আলা এই ইবাদাতকে তাঁর জন্যে খাছ বলে উল্লেখ করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ ঃ

قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"মহান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্যে কিন্তু রোযা ব্যতিক্রম। এটা অবশ্য অবশ্যই আমার জন্যে আর আমিই এর প্রতিদান দিব।"

আল কুরআন নাযিলের মাসে আল্লাহ যে রোযাকে ফরয করেছেন সেই রোযার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তাকওয়া। অপর দিকে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্যে, কুরআনী অনুশাসন মেনে চলার যোগ্যতা অর্জনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াকে, তাকওয়াভিত্তিক চরিত্রকে শর্ত বানিয়েছেন। অতএব সার্বক্ষণিক ইবাদাতের জন্যে, ঈমানদারদেরকে তৈরী করার জন্যে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটি কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত ইবাদাত। আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের চেতনা বৃদ্ধি এবং কুরআনী অনুশাসন মেনে চলার যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা মহা বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তব সম্মত অনুশীলনী কোর্স বটে।

আল কুরআনে সূরায়ে বাকারার ১৮৩, ১৮৪ ও ১৮৫নং আয়াতের মধ্যে রোযা, রমযান ও কুরআন-এর প্রসঙ্গ এনে যে কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তার অর্থ দাঁড়ায়—এভাবে এক মাস ব্যাপী রোযা পালনের মাধ্যমে তাকওয়াভিত্তিক চরিত্র গঠনে সক্ষম হবে। রমযান মাসে সেই অনুশীলনী করে, এ মাসে নাযিলকৃত আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল কুরআনের অনুশাসন মেনে চলার যোগ্যতা অর্জন করে বাস্তবে তার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বা সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। আর আল্লাহর জন্যে খাছ যে আমল বা ইবাদাতটি তা আঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর খাছ অনুগ্রহে হেদায়াত লাভে সক্ষম হবে।

কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া সরাসরি আল্লাহর ঘোষণা আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা উচিত। আল্লাহ বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ط فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ

www.bjilibrary.com

عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِيْنٍ ط فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ط وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ
اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল ; যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। এই রোযা ফরয করা হয়েছে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনের জন্যে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ অসুস্থ হলে অথবা সফরে থাকলে সে অন্য সময়ে এটা পুরা করে নেবে। আর যারা সক্ষম তারা এর বিনিময়ে একজন মিসকীনের খোরাক পরিমাণ ফিদিয়া দান করবে। তবে যদি কেউ অতিরিক্ত ভাল কাজ করতে চায় সেটা তার জন্যে উত্তম। তবে যদি রোযা রাখ সেটাই তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম। যদি তোমরা সত্যিকারের কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে জানতে পার। রোযার জন্যে সেই নির্ধারিত সময় হলো রমযান মাস। যে মাসে আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন, মানুষের জন্যে পথনির্দেশ রূপে। যার মধ্যে রয়েছে মানুষের চলার পথের দলিল-প্রমাণ এবং ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার একমাত্র মাপকাঠি। অতএব, তোমরা যারাই এ মাস পাবে তাদেরকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। তবে যদি কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাহলে সে অন্য সময়ে এটা পূরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে তার নির্দেশ পালনকে সহজসাধ্য করতে চান, কষ্টসাধ্য করতে চান না। যাতে করে তোমরা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কোর্স পূরণ করতে পার এবং আল্লাহর শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী তার শ্রেষ্ঠত্বের সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিতে পার এবং তাঁর প্রতি, তাঁর নিয়ামতের প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে সক্ষম হও।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৫)

www.bjilibrary.com

হজ্জের উদ্দেশ্য

সালাত, যাকাত এবং সাওমের পরে ইসলামের বুনিয়াদি ইবাদাতের চতুর্থ বিষয় হলো হজ্জ। এর মধ্যে সালাত এবং সাওম সার্বজনীন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবার উপর ফরয। কিন্তু যাকাত এবং হজ্জ কেবলমাত্র ধনীদের জন্যে। যাকাত প্রতি বছর একবার আর হজ্জ জিন্দেগীতে একবার। আমরা ইতিপূর্বে নামায, যাকাত ও রোযার ব্যাপারে আলোচনা করে যেমন দেখলাম —এগুলো নিছক আনুষ্ঠানিকতার জন্যে নয় এর মূলে আল্লাহ্ তা'আলার মহত উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সে উদ্দেশ্যও আমাদের কল্যাণ বৈ আর কিছু নয়। আমরা এটাও আলোচনা করেছি যে, এসব ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান। দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করার যোগ্য বানাতে চান। আর ঈমানদার বান্দাদের দায়িত্ব যুগপৎভাবে আল্লাহর প্রতি যেমন রয়েছে তেমনি আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, সৃষ্টির সেরা মানব জাতির প্রতিও রয়েছে। সালাত ও সাওমের মাঝে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের দিকটাই প্রধান এবং মূখ্য। তবে মানুষের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ব্যাপারেও এ দু'টি ইবাদাতের মাধ্যমে আমরা প্রেরণা পাই। চেতনা লাভ করে থাকি। পক্ষান্তরে যাকাতের মধ্যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি দায়িত্ব পালনই হয়েছে প্রধান বিষয়।

আর সে দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে ; যেহেতু তা আল্লাহর নির্দেশ অতএব আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপার এখানেও উপেক্ষিত নয়।

অনুরূপ হজ্জ মূলত এবং প্রধানত অধিকতর সচেতনতা লাভের জন্যে আল্লাহর একটি হিকমত পূর্ণ ব্যবস্থা। যার গোটা কার্যক্রম আবর্তিত হয় তাওহীদকে কেন্দ্র করে। আর তাওহীদের সারকথা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের একতা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। অতএব এ ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়টি প্রধান বিষয় হিসেবে আসলেও মানুষের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের ব্যাপারটি এখানেও উপেক্ষিত নয়।

হজ্জ প্রকৃতপক্ষে তাওহীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ বা বাস্তব মহড়া। আল্লাহর জিকিরের একটি বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী। আল্লাহর বিভিন্ন আয়াত ও নিদর্শন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তাঁকে প্রাণভরে ডাকার, তাঁর ডাকে সাড়া দেবার এ এক অতি উত্তম ব্যবস্থা। এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাঁর বান্দাদের সাথে, ধনী-গরীব, সাদা-কালো, আরব-আজম নির্বিশেষে একাকার হবার, একাত্মতা ঘোষণা করার এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

এর মাধ্যমে মাল খরচ করার এবং কষ্ট-সহ্য করার বাস্তব ট্রেনিং হয়। হজ্জ সাধারণত ধনী লোকেরাই করে। তাদের সম্পদ থাকার কারণে তারা নিজ নিজ দেশের মানুষের মধ্যে সামাজিকভাবে মোটামুটি প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারীও হয়ে থাকে। এদের মধ্যকার সম্পদের বড়াই, বংশের গৌরব প্রভৃতি মনের রোগের এটা একটা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তা নায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) এ সম্পর্কে বলেছেন, "কা'বা বায়তুল্লাহ যেন দুনিয়ার হৃদপিণ্ড। দেহের সকল অংশের রক্ত যেমন হৃদপিণ্ডে এসে পরিশুদ্ধ হয়ে আবার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি সারা দুনিয়ার মানুষ পৃথিবীরূপ দেহের রক্ত হিসেবে কা'বা রূপ এই হৃদপিণ্ডে এসে ভিড় জমায়। এবং পরিশুদ্ধ হয়ে আবার বিশ্বরূপ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।" সত্যি যদি হজ্জের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে দুনিয়ায় মুসলমানেরা হজ্জ পালন করতো তাহলে গোটা দুনিয়ায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সফল সমাজ বিপ্লব সংগঠিত হতে পারতো।

ইসলামের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই বুনিয়াদী ইবাদাত হজ্জ সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপ ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ج فِيْهِ اٰيٰتٌ

بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ج وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ط وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

"সন্দেহ নেই, মানবজাতির সর্বপ্রথম যে ঘরখানা মক্কায় নির্মাণ করা হয় তা অতীব বরকতময় এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। সেখানে 'মাকামে ইবরাহীম' আয়াত— একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে বিরাজ করছে। যে কেউ এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে। মানুষের মধ্য থেকে যারা পথের খরচ বহন করতে সক্ষম তাদের জন্যে নিছক আল্লাহর জন্যে এই ঘরের হজ্জ ফরয করা হয়েছে। যারা কুফরী করবে (এই নিদর্শন লংঘন করবে) তাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ববাসীর কারো মুখাপেক্ষী নন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ج فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ لا

وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ط وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ز وَاتَّقُوْنِ يٰأُولِى الْأَلْبَابِ ○ (البقرة : ١٩٧)

www.bjilibrary.com

"হজ্জ অনুষ্ঠানের জন্যে কয়েকটি মাস সুনির্দিষ্ট যা সকলেরই জানা আছে। সেই সময় যারা হজ্জ সম্পন্ন করে তাদের জেনে রাখা উচিত, হজ্জ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে যৌন আচরণসহ যাবতীয় অশ্লীলতা বর্জন করতে হবে। আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে এমন সব কাজই বর্জন করতে হবে। আর কারো সাথে কোন প্রকারের ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না।"

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ○ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَارَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ج فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ○ ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ○

"লোকদেরকে হজ্জ করার ঘোষণা দাও। তারা দূর থেকে তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসবে। যাতে তারা তাদের জন্যে এখানে রাখা ফায়দাসমূহ দেখতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর দেয়া জানোয়ারের উপরে আল্লাহর নাম নিয়ে তা থেকে নিজেরাও খায় এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরও দেয়। তারপর তারা তাদের ময়লা কালিমা দূর করবে, নিজেদের মানত পূর্ণ করবে এবং এই প্রাচীনতম ঘরের তাওয়াফ করবে।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ২৭-২৯)

وَاَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط (البقرة : ١٩٦)

"একমাত্র আল্লাহর জন্যে হজ্জ এবং ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দাও।"

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ج فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ط وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا لا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ○

"সন্দেহ নেই, সাফা ও মারওয়া পাহাড় দু'টি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যারা কা'বা বাইতুল্লাহর হজ্জ বা ওমরাহ করবে তারা এই দুই পাহাড় তাওয়াফ করাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যারা ভাল কাজ অতিরিক্ত করবে (আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে), আল্লাহ অবশ্যই বিজ্ঞ প্রতিদানকারী।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৮)

www.bjilibrary.com

মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আল কুরআনের উপস্থাপিত মৌলিক বিষয়সমূহের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে যারা মু'মিন নামে অভিহিত হয়, তাদেরকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর আইন-কানুন, হুকুম-আহকাম মেনে চলতে হয়। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি আমাদের জীবনের সেই বাস্তব ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র যাতে আমরা আল্লাহর আইন মেনে চলতে পারি। সে জন্যেই আনুষ্ঠানিক বা মৌলিক ইবাদাতসমূহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত মৌলিক ইবাদাতসমূহের অনুশীলনীর মাধ্যমে ঈমানদার লোকেরা যেমন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ মেনে চলার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তারা উত্তম আমল-আখলাকের অধিকারী হয়। তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার হয় সর্বস্তরের মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য। শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) বলেন, "আমি এসেছি বা প্রেরিত হয়েছি মানবতার ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক রূপে—উত্তম আখলাকের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে।" তিনি শুধু কথায় নয়, বাস্তবেও সেই উত্তম আখলাকের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। তাইতো খোদ আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে বলেন ঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم : ٤)

"নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।"-(সূরা আল ক্বালাম ঃ ৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর উত্তম আখলাক সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ(احزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম চরিত্রের নমুনা বিদ্যমান।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের আলোকে মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর রাসূলকে সার্থকভাবে অনুসরণ করলে গোটা দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে অনুসরণ করবে এটাই আল্লাহর ইচ্ছা। মুহাম্মাদ (সা) স্নারা দুনিয়ার সকল মানুষের নবী-রাসূল ও নেতা। তাঁর নবুওয়াত, রেসালাত ও নেতৃত্বের সুফল কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ ভোগ করবে উম্মতে মুহাম্মদীর মাধ্যমেই। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

www.bjilibrary.com

كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط (البقرة : ١٤٣)

"এভাবে আমি তোমাদের উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছি—যাতে তোমরা দুনিয়ার সব মানুষের অনুসরণযোগ্য হতে পার—আর তোমরা অনুসরণ কর রাসূলকে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই সর্ব যুগের সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ জাতি। বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণের জন্যেই তোমাদেরকে গড়া হয়েছে—তোমরা মানব জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করবে, আর অসৎ পথে বাধা দেবে। আর ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

এভাবে যে ঈমানদার লোকদের দ্বারা গোটা মানবজাতির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য, সেই লোকদেরকে মানবতা ও মনুষ্যত্বের মূর্তপ্রতীক রূপে গড়ে তোলা এর স্বাভাবিক দাবী। আল্লাহ তা'আলার সেই বাঞ্ছিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে যেমন উত্তম আখলাক, উত্তম গুণাবলী ও আচরণ বিধির উল্লেখ আছে তেমনি ঐসব দোষ-ত্রুটির ব্যাপারেও সতর্ক সাবধান করা হয়েছে যেগুলো মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে কলুষিত করে থাকে।

আমরা এ সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু অংশের আলোকে মু'মিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট উপলব্ধি করার প্রয়াস পাব ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا

www.bjilibrary.com

عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

صَدَقُوْا ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○ (البقرة : ١٧٧)

"পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে সৎকাজ সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল তারাই যারা ঈমান আনে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি। আর আল্লাহর মহব্বতের তাকিদে মাল খরচ করে নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, অসহায় পথিক এবং অভাবী লোকদের জন্যে এবং ক্রীতদাস মুক্তির জন্যে। তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং ওয়াদা পূরণ করে। আর সবর করে, ব্যক্তিগত বিপদ-আপদে এবং যুদ্ধের ময়দানে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার এবং তারাই প্রকৃত মুত্তাকী।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

এখানে ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল মানুষের পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) ঈমান, (দুই) অভাবী লোকদের আর্থিক সাহায্য দান, (তিন) নামায কায়েম ও যাকাত আদায়, (চার) ওয়াদা পূরণ করা, (পাঁচ) সবর—ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে যুদ্ধের ময়দান পর্যন্ত।

মুত্তাকী বান্দাদের জন্যে আল্লাহ আখেরাতে পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে সেই মুত্তাকীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ

النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ

ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ قف وَمَنْ يَّغْفِرُ

الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ قف وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

"যারা সুসময়ে-দুঃসময়ে সকল অবস্থায় আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, যারা রাগ হজম করে (নিয়ন্ত্রণ করে) মানুষকে ক্ষমা করে। আল্লাহ তার মুহসীন বান্দাদের পসন্দ করেন। তাদের আরো বৈশিষ্ট্য হলো—যখন তারা কোন খারাপ কাজ করে ফেলে অথবা তাদের নফসের প্রতি যুলুম করে ফেলে তখনি আল্লাহর কথা স্মরণ করে তার কাছে ক্ষমা চায়। তারা জেনে-শুনে কোন খারাপ কাজ বার বার করে না। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে অপরাধ মার্জনা করার?"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪-১৩৫)

www.bjilibrary.com

এখানে মু'মিন জীবনের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখা যায় ঃ

(১) সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করা।

(২) রাগ বা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা।

(৩) মানুষের প্রতি ক্ষমা সুন্দর আচরণ করা।

(৪) মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ কোন অপরাধজনিত কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে ক্ষমা চাওয়া এবং জেনে-শুনে পাপ কাজে লিপ্ত না থাকা।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ زيُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ (المائدة : ٥٤)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ দ্বীন থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে (দ্বীন কায়েমের আন্দোলন থেকে সরে যায়, তারা যেন জেনে রাখে) আল্লাহ তাদের পরিবর্তে অন্যদের এ কাছে নিয়োজিত করবেন—আল্লাহ তাদেরকে ভাল বাসবেন, তারা আল্লাহকে ভাল বাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে বিনয়ী, নম্র এবং কুফরীর মুকাবিলায় হবে বজ্র কঠোর। তারা সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে। এবং এতে কোন নিন্দুকের নিন্দা আর সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ—তিনি যাকে চান তাকেই এই বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেন—আর আল্লাহ তো অতি বিশাল ও সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪)

এখানেও ঈমানদারদের মাঝে আল্লাহ চারটি গুণ দেখতে চেয়েছেন ঃ

(১) আল্লাহর কাছে তারা প্রিয়, তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

(২) মু'মিনদের প্রতি বিনয় ও নম্র আচরণ এবং কুফরীর প্রতি আপোষহীন কঠোর মনোভাবের অধিকারী।

(৩) তারা আল্লাহর পথের নিরলস সংগ্রামী।

(৪) কোন নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচকের সমালোচনা তাদের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

www.bjilibrary.com

اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ (التوبة : ١١٢)

"তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহর দরবারে রুকূ' এবং সিজদাকারী। তারা সৎকাজের আদেশদানকারী এবং অসৎকাজে বাধাদানকারী, তারা আল্লাহর আইনের সীমানা রক্ষাকারী, মু'মিনদেরকে শুভসংবাদ দাও।"–(সূরা তাওবা ১১২)

এ আয়াতে যে গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে তা এতই স্পষ্ট যে, আলাদা করে তার সারসংক্ষেপ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজন হয় না।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ○ اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

"মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হবে, যারা নামাযে বিনয়, নম্রতা প্রদর্শনকারী, যারা বেহুদা জিনিস ও কাজ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। যারা আত্মশুদ্ধির সাধনা করে, যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে—অবশ্য বিবাহিত স্ত্রী ও দক্ষিণ হস্তের অধিকারীদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে যারা এর বাইরে এটাকে ব্যবহার করবে তারা সীমালংঘনকারী। যারা তাদের আমানত ও ওয়াদার সংরক্ষণ করে। আর যারা তাদের নামাযসমূহের হেফাজতে নিয়োজিত থাকে।"–(সূরা আল মু'মিনূন ঃ ১-৯)

এখানে আমরা মোটামুটি পাঁচটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ দেখতে পাই ঃ

(১) নামাযে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ ঘটা, যাকে খুজু এবং খুশু বলা হয় সেই সাথে নামাযের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দাবীসমূহের হেফাজত করা।

(২) অর্থহীন কার্যক্রম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা, এগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা।

www.bjilibrary.com

(৩) আত্মশুদ্ধির বা তাযকিয়ায়ে নাফসের জন্যে সাধনা করা।
(৪) যৌন চাহিদা পূরণে আল্লাহর দেয়া সীমালংঘন না করা।
(৫) আমানত ও ওয়াদাসমূহের সংরক্ষণ করা।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝
وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ق اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ۝ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ
يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ
فِيْهِ مُهَانًا ق اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ
سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لا وَاِذَا مَرُّوْا
بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا
صُمًّا وَّعُمْيَانًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا
قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۝ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا
صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط حَسُنَتْ
مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝ (الفرقان : ٦٣-٧٦)

"রহমানের আসল বান্দা তারা, যারা যমীনে বিনয়ের সাথে চলে। আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে তারা বলে তোমাদেরকে সালাম। তারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে সিজদা ও কিয়ামের মাধ্যমে রাত কাটায়। তারা এ বলে দোয়া করে— "হে আমাদের

রব ! জাহান্নামের আযাব হতে আমাদেরকে বাঁচাও, অবশ্যই তার আযাব প্রাণান্তকরভাবে লেগে থাকে। বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসেবে জাহান্নাম তো বড়ই জঘন্য। তারা খরচ করার সময় বেহুদাভাবে অপব্যয় করে না। আবার কৃপণতাও করে না। বরং দু'টোর মাঝখানে মধ্যম নীতি অবলম্বন করে চলে। তারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণীকে অকারণে হত্যা করে না। তারা ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। কারণ এ সকল কাজ যারা করে তারা নিজেদের গোনাহর প্রতিফল পাবে। কেয়ামতের দিন তাদের আযাব বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং লাঞ্ছনাসহ সে আযাবেই তারা পড়ে থাকবে। এ সকল আযাব থেকে কেবল মাত্র তারাই মুক্তি পাবে যারা তাওবা করে ঈমান এনেছে এবং তদনুযায়ী নেক আমল করা শুরু করেছে। এ ধরনের লোকদের দোষ ত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহ তা'আলা ভালর দ্বারা পাল্টিয়ে দিবেন। তিনি তো বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। যে ব্যক্তি তাওবা করে নেক আমল করা শুরু করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, যেমন ফেরা উচিত। (রাহমানের বান্দা তো তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষী দেয় না ; আর অর্থহীন কোন বিষয়ের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে শরীফ মানুষেরা তা এড়িয়ে চলে যায়। তাদেরকে তাদের প্রভুর আয়াত দিয়ে উপদেশ শুনালে তার উপর তারা অন্ধ ও বধির হয়ে পড়ে থাকে না। তারা এ দোয়া করতে থাকে—"হে আমাদের রব ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমাদের চক্ষুর শীতলতা দাও এবং আমাদিগকে পরহেজগার লোকদের ইমাম বানাও। এরাতো সেই সকল লোক যাদের সবরের ফলস্বরূপ উচ্চতর মনজিল দান করা হবে এবং তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে সম্বর্ধনা দেয়া হবে। তারা সবসময়ের তরেই সেখানে থাকবে। কতইনা সুন্দর সে বিশ্রামস্থল এবং কতই না উত্তম সে বাসস্থান।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩-৭৬)

আল কুরআনের এই অংশে ইতিবাচক ও নেতিবাচক মিলিয়ে মোট ১২টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে।

(১) তারা চাল-চলনে বিনয়ী।

(২) তারা অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত কূট-তর্কে জড়িয়ে পড়ে না।

(৩) তারা রাত্রি জাগরণ করে, ইবাদাত বন্দেগীতে সময় কাটায়।

(৪) তারা আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সদা পেরেশান এবং সে জন্যে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করতে অভ্যস্ত।

www.bjilibrary.com

(৫) তারা অর্থনৈতিক জীবনে ভারসাম্যমূলক আচরণে অভ্যস্ত, তারা বাজে খরচ যেমন করে না তেমনি কৃপণতার আশ্রয় নেয় না।

(৬) তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে না, আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে কাউকে তার সাথে শরীক করে না।

(৭) তারা মানুষকে বিনা বিচারে হত্যা করে না।

(৮) তারা জেনা-ব্যভিচার করে না।

(৯) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না—মিথ্যার পর্যায়ে পড়ে এমন কোন কিছু দেখতেও যায় না।

(১০) তারা অর্থহীন কোন কিছুর সম্মুখীন হলে সম্মানজনকভাবে রাস্তা করে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়।

(১১) তাদেরকে কোন ব্যাপারে আল্লাহর কোন আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা তা মন দিয়ে শোনার এবং বোঝার চেষ্টা করে, অন্ধ এবং বধিরের মত না দেখা, না শোনার মত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে না।

(১২) তারা স্বামী-স্ত্রী এবং স্ত্রী-স্বামী পরস্পরের উত্তম আমল আখলাকের জন্যে নিজেরাও সহযোগিতা ও পূর্ণ চেষ্টা করে এবং আল্লাহর কাছেও এ জন্যে সাহায্য চায়—সেই উভয়ে সন্তানসহ গোটা পরিবারকে একটি আদর্শ পরিবার বানানোর জন্যে চেষ্টা করে, আল্লাহর সাহায্য চায়।

আল কুরআনে আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط (فتح : ٢٩)

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ! আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কুফরী শক্তির প্রতি বজ্র কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূ'তে, সেজদায় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে মগ্ন দেখতে পাবে। সিজদাসমূহের প্রভাবে তাদের চেহারা সমুজ্জ্বল, যা তাদের স্বাতন্ত্রের পরিচায়ক।"-(সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯)

এখানেও রাসূল ও তাঁর সাথীদের অর্থাৎ ঈমানদারদের চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে ঃ

(১) তারা কুফরী শক্তির প্রতি বজ্র কঠোর এবং আপোষহীন।

www.bjilibrary.com

(২) তারা পরস্পরের প্রতি রহমদিল ও মেহেরবান ও সংবেদনশীল।

(৩) তারা রুকূ' ও সিজদার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি সদা বিনয় অবনত থাকে।

(৪) তারা সকল কর্মকাণ্ড ও সংগ্রাম সাধনার মাধ্যমে পেতে চায় কেবল আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি।

তাদের ঈমানীদীপ্ত চেহারাই এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ
وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ
وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۚ وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا
ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۚ وَلَمَنِ
انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۚ اِنَّمَا السَّبِيْلُ
عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۚ

"তোমাদেরকে এ দুনিয়ার বৈষয়িক সম্পদ যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তাদের জন্যে, যারা ঈমান আনবে, কেবলমাত্র তাদের রবের উপর ভরসা করবে। যারা কবিরা গোনাহ থেকে এবং সকল প্রকার ফাহেশা কাজ থেকে দূরে থাকবে। কখনও রাগ হলে ক্ষমা করবে। যারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে, নামায কায়েম করবে এবং নিজেদের কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করবে। আর আমার দেয়া রিযিক থেকে খরচ করবে। আর কখনও কেউ তাদের উপর যুলুম করলে বা তাদের সাথে আচার-আচরণে কেউ সীমালংঘন করলে তারা তা প্রতিহত করে। এ ক্ষেত্রে অপরাধ যে পরিমাণ হবে প্রতিশোধ ততটাই নেয়া যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় এবং ব্যাপারটা মিটমাট করে নেয় তবে সে আল্লাহর কাছে অবশ্যই পুরস্কার পাবে। আল্লাহ যালেমদেরকে পসন্দ করেন না। অত্যাচারিত হবার পর কেউ প্রতিশোধ নিলে তাকে দায়ী করা যাবে না। দোষী সাব্যস্ত তো তাদেরই করা যাবে—যারা মানুষের উপর যুলুম

করে এবং অন্যায়ভাবে কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চায়। তাদের জন্যে বেদনাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর যারা সবর করবে, ক্ষমা করবে তাদের এ কাজটা বড়ই দৃঢ় মনোবলের ও উদার মনের পরিচয় বহনকারী কাজ।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৬-৪৩)

সূরায়ে শুরার এই অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে গচ্ছিত জান্নাতের চিরস্থায়ী ও উত্তম নেয়ামত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী বিকাশের শর্ত আরোপ করেছেন ঃ

(১) সত্যিকারের ঈমানের অধিকারী হতে হবে এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে হবে।

(২) সকল প্রকারের কবিরা গোনাহ এবং ফাহেশা কার্যক্রম পরিহার করে চলতে হবে।

(৩) রাগের অবস্থা সৃষ্টি হলে ক্ষমা প্রদর্শন করতে হবে।

(৪) আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে হবে।

(৫) নামায কায়েম করতে হবে।

(৬) তাদের মধ্যে সামাজিক নিয়ম-শৃংখলা থাকতে হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে।

(৭) আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খরচ করতে হবে।

(৮) খোদাদ্রোহী শক্তির বাড়াবাড়ী, সীমাংলঘন এবং যুলুম অত্যাচার প্রতিহত করার মত যোগ্যতা থাকতে হবে।

(৯) অবশ্য মিটমাট করে ফেলার সুযোগ থাকলে ক্ষমা প্রদর্শন করে গোলমাল গোলযোগ মিটিয়ে ফেলাই আল্লাহ বেশী পসন্দ করেন।

(১০) সবর এবং ক্ষমা করতে পারাটাই উত্তম।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ٥ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ٥ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ٥ (الرعد : ٢٠-٢٢)

"যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করে, কোন প্রকারের চুক্তি লংঘন করে না। আল্লাহ তা'আলা যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন তারা সেটা রক্ষা করে, আল্লাহকে ভয় করে। আর শেষ বিচারের

www.bjilibrary.com

হিসেবের খারাপ পরিণতিকে ভয় করে। তারা তাদের রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সবর করে। নামায কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া, রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে। যারা খারাপ আচরণের মুকাবিলায় ভাল আচরণ প্রদর্শন করে তাদের শেষ নিবাস হবে চিরস্থায়ী জান্নাত।"

–(সূরা আর রাদ ঃ ২০-২২)

সূরায়ে আর রাদের এই অংশে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের চরিত্রের আটটি বৈশিষ্ট্যের দিক তুলে ধরেছেন ঃ

(১) তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করবে এবং কোন প্রকারের চুক্তি লংঘন করবে না।

(২) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

(৩) আল্লাহকে ভয় করবে।

(৪) আখেরাতে হিসেবের পরিণতিকে ভয় করবে।

(৫) আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সবর করবে।

(৬) নামায কায়েম করবে।

(৭) আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করবে।

(৮) দুর্ব্যবহারের মুকাবিলায় সদ্ব্যবহার করবে বা ভাল দিয়ে খারাপের মুকাবিলা করবে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ○ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ○ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ○ (الحجرت : ١١-١٣)

www.bjilibrary.com

"হে ঈমানদার লোকেরা ! না পুরুষ ব্যক্তি আর কোন পুরুষের বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে সে তাদের তুলনায় ভাল। না স্ত্রীলোকেরা অপর স্ত্রীলোকদের ঠাট্টা করবে, হতে পারে সে তার অপেক্ষা উত্তম। তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন আরেকজনের দোষারোপ করো না এবং একজন আর একজনকে খারাপ উপনামে ডাকবে না ; ঈমান গ্রহণের পর এহেন ফাসেকী কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ। যেসব লোক এ ধরনের আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকবে না তারাই যালিম। হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা বেশী বেশী ধারণা করা পরিহার কর। কেননা কোন কোন ধারণা গোনাহর শামিল, তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না, তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করে ? তোমরাই এটাকে ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। হে মানুষ সকল ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে নীতিপরায়ণ লোকই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান। নিসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সবকিছু সবিস্তারে অবহিত।"

–(সূরা আল হুজরাত ঃ ১১-১৩)

আমরা এ পর্যন্ত কুরআনের আলোকে ঈমানের দাবী অনুধাবনের চেষ্টা করেছি। সেই সাথে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত এবং ঈমানদার লোকদের বাঞ্ছিত আখলাক কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। উপরোক্ত আলোচনাসমূহ থেকে আমরা মু'মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যে বিষয়টি বার বার বুঝাতে প্রয়াস পেয়েছি তাহলো—তাকে একদিকে আল্লাহর প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়—সেই সাথে আল্লাহরই নির্দেশে তাঁর বান্দাদের প্রতিও দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় এই উভয় প্রকারের দায়িত্বকে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ বলা হয়। এ দু'টো দায়িত্ব সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ আল্লাহর খলিফা এবং বান্দা হিসেবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে পারে।

আমরা আল কুরআনের বিষয়সমূহকে পাঁচ ভাগে আলোচনা করতে গিয়ে ঈমান, ইবাদাত ও আখলাকের পর জীবনব্যবস্থা চতুর্থ বিষয় হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছি। এই জীবনব্যবস্থাকে বলতে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে বুঝায় যার মধ্যে পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক

www.bjilibrary.com

জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আলোচনা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সামগ্রিক নীতিমালা ও বিধি-বিধান হিসেবে আল্লাহর আইনের নিরংকুশ প্রাধান্য দান করার মাধ্যমেই আমরা হক্কুল্লাহর বাস্তবায়ন করতে পারি। অপর দিকে আল্লাহর আইন ও বিধানের আওতায় পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর জনমানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরা হক্কুল ইবাদের আওতাভুক্ত কাজগুলোও সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে পারি। তাই আমাদের আলোচনা হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের জন্যে আলাদা আলাদা অধ্যায়ের প্রয়োজন হবে না।

আমরা এই অধ্যায়ে মু'মিনের পারিবারিক জীবনের আওতায় পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিকট আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনার চেষ্টা করব। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। এ ক্ষেত্রে মু'মিনের দায়িত্ব-কর্তব্যের আওতায় প্রসঙ্গত যতটুকু আসে আমরা কেবল ততটুকুই আলোচনা করব।

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর ইবাদাতের নির্দেশের সাথে সাথে মানবজাতির প্রতি তিনি যে নির্দেশটা দিয়েছেন তাহলো—মা-বাপের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○ (بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤)

"তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে। পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলো না। তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এ দোয়া করতে থাকবে

www.bjilibrary.com

যে, হে আমার রব ! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন করে তারা স্নেহ বাৎসল্য সহ বাল্যকালে আমাকে পালন করেছেন।"

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক পালনের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আর সে দুধ পান করেছে দু' বছর। এ কারণেই তাকে নসীহত করেছি যে, তুমি আমার শোকর কর এবং তোমার পিতা-মাতার শোকর আদায় কর। আমার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে।"-(সূরা লুকমান ঃ ১৪)

হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ -

"আল্লাহ তা'আলা মা'দের কষ্ট দেয়াকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।"
-(বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوْا بَلٰى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَلَا وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

"তোমাদেরকে কি আমি প্রধান প্রধান কবিরা গোনাহের কথা জানাব ? সাহাবায়ে কেরাম (রা) বললেন—অবশ্য অবশ্যই ইয়া রাসূলুল্লাহ ! রাসূল (সা) বললেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) মা-বাপকে কষ্ট দেয়া (এতক্ষণ তিনি বালিশে ঠেক লাগিয়ে আরাম করা অবস্থায় কথা বলছিলেন এবং উঠে বসে বললেন) আরো জেনে নাও মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দান, আরো জেনে নাও মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।"-(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম আমল কি ? তিনি উত্তরে বললেন—মা-বাপের প্রতি উত্তম আচরণ করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বললাম, এরপর কি ? তিনি উত্তরে বললেন—জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

www.bjilibrary.com

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আরো উল্লেখ আছে, একজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা-বাবা বেঁচে আছেন কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, তাদের খেদমতের মধ্য দিয়েই তুমি জিহাদে শরীক থাকো।

আবু দাউদ শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন আনসার এসে আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন—আমার আম্মা আব্বাতো মারা গিয়েছেন, কিন্তু তাদের প্রতি তো আমার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। এখনও কি আমি তাদের প্রতি ভাল আচরণের এই নির্দেশের উপর আমল করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন—হ্যাঁ, চারটা কাজের মাধ্যমে তুমি এখনও এ দায়িত্ব পালন করতে পার।

(১) তাদের প্রতি দোআ করা।

(২) তাদের মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোআ করা।

(৩) তাদের কোন ওয়াদা বা অছিয়াত থেকে থাকলে তা পূরণ করা।

(৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যথাযথ সম্মান করা।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, কোন মানুষের পিতা মারা যাওয়ার পরে পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সৎ সম্পর্ক বজায় রেখে চলা সৎকাজের মধ্যে সর্বোত্তম সৎকাজ।

একজন মু'মিনকে আল্লাহর নির্দেশ এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপদেশাবলীর অনুসরণ করে মা-বাপের উপরোল্লিখিত অধিকার আদায় করতে হবে। আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে এ দায়িত্ব পালন করতে হলে আমাদেরকে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে।

(১) আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ নয়, শরীয়াতের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয় মা-বাপের এমন প্রতিটি নির্দেশ বিনা দ্বিধায় মানতে হবে।

(২) যদি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন নির্দেশ দেয় তাহলে সেটা মানা যাবে না। কিন্তু তারপরও মা-বাপের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য উত্তমরূপেই আঞ্জাম দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز

www.bjilibrary.com

"হ্যাঁ তারা যদি তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে চাপ দেয়, যে ব্যাপারে তোমার কিছু জানা নেই, তাহলে তাদের সেই নির্দেশ মানবে না। তবে দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে অবশ্যই ভাল ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হবে।"–(সূরা লুকমান ঃ ১৫)

(৩) তাদের প্রতি যথাবিহীত সম্মান দেখাতে হবে। তাদের সাথে আচার-আচরণে দয়া-মায়া ও করুণার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। তাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলবে না। তাদের কথার উপর দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবে না। এমনকি পথ চলতেও তাদের আগে চলার চেষ্টা করবে না। মা-বাপের তুলনায় স্ত্রী বা সন্তানকে অগ্রাধিকার দেবে না। তাদের অনুমতি ছাড়া সফরও করবে না।

(৪) সাধ্যমত সার্বিকভাবে তাদের সেবা-যত্ন করা তাদের খাবার ও কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করা। অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা। তাদের কষ্ট-ক্লেশ লাঘবের চেষ্টা করা, তাদের প্রয়োজনকে নিজের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয়া।

(৫) মা-বাপের সূত্রে যাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন আছে। তাদের সাথে এ বন্ধন বজায় রাখা। মা-বাপের জন্যে তাদের মাগফেরাতের দোআ করা। তাদের কোন ওয়াদা অঙ্গিকার থাকলে তা পূরণ করা। তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও ভাল সম্পর্ক বজায় রাখা।

সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

যে মা এবং বাপের প্রতি সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্ব পালনের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, সন্তানদের প্রতি তাদেরও দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। সন্তান-সন্ততি মা ও বাপের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত একটি পবিত্র আমানত। এই আমানতের যথাযথ ব্যবহার করলে আছে পুরস্কার, আর অপব্যবহার করলে দুনিয়ার জীবনে সম্মান হানি ও মর্যাদা হানির যেমন আশংকা আছে তেমনি পরকালেও জবাবদিহি করা লাগতে পারে। সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালনের দু'টো দিক আছে—(এক) বৈষয়িকভাবে তাদের প্রয়োজন সাধ্যমত পূরণ করা। তাদেরকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করা। (দুই) দ্বীনি দিক থেকে তাদের যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط

www.bjilibrary.com

"যে বাপ তার সন্তানকে পূর্ণ মুদ্দত পর্যন্ত দুধ পান করাতে চায়, তাহলে মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবে। এ অবস্থায় নিয়মিতভাবে মায়ের খোরাক-পোশাক দেয়া পিতার দায়িত্ব।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)

এখানে একদিকে মায়ের দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে, তারা সন্তানকে পূর্ণ দু' বছর দুধ পান করাবার দায়িত্ব পালন করবে। আর পিতা মায়ের যাবতীয় খোর-পোষের দায়িত্ব বহন করবে।

দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা প্রসঙ্গে আল্লাহ পরিবারের প্রধানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা নিজেকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও—যে দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকবে কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ যারা আল্লাহর কোন নির্দেশ অমান্য করবে না। তাদের যা হুকুম করা হবে তাই কার্যকর করবে।"–(সূরা আত তাহরীম ঃ ৬)

এখানে পরিবারের প্রধান হিসেবে তাদের প্রতি নির্দেশ যে, নিজেকে যেমন আখেরাতের শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করবে—সে জন্যে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, তেমনি তার অধীনস্থদের বিশেষ করে সন্তানদেরকেও আখেরাতে নাজাত পাওয়ার যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সূরায়ে লোকমানের দ্বিতীয় রুকূ'র শিক্ষাকে অনুসরণ করলে একজন মু'মিন আদর্শ পিতা হিসেবে তাঁর সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। সূরায়ে লোকমানের উক্ত অংশের শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

(১) সন্তানকে শিশু এবং কিশোর অবস্থায়ই দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করার প্রয়াস চালাতে হবে।

(২) তাকে তাওহীদের প্রতি বিশ্বাসী করে তুলতে হবে—শিরক থেকে তার মন-মগজকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

(৩) আল্লাহর গুণ ও শক্তির যথার্থ ধারণা দান করতে হবে। সেই সাথে আখেরাতের জীবনের হিসেবের ব্যাপারেও সজাগ করে তুলতে হবে।

www.bjilibrary.com

(৪) তাকে ছোট বেলা থেকেই নামায কায়েম এবং সৎকাজের নির্দেশদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এমনকি এ পথে বাধা-বিপত্তি আসলে পিছপা না হয়ে ধৈর্যের সাথে সামনে এগিয়ে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বুঝাতে হবে এই কাজটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্যেই বার বার তাকিদ এসেছে।

(৫) তাকে ইসলামী জীবন-যাপনের আদব-আখলাক এবং সামাজিক আচরণ বিধিরও শিক্ষা ছোট বেলা থেকেই দিতে হবে।

হাদীসে রাসূলের নির্দেশ, ৭ বছর বয়স থেকেই সন্তানকে নামাযে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ১০ বছরের সময় তাকে নামায পড়তে বাধ্য করতে হবে।

একজন দ্বীনদার পিতার জন্যে আখেরাতের দৃষ্টিতে তার নিজের নেক আমলের পরে বড় মূল্যবান পুঁজি হলো নেক সন্তান। হাদীসে বলা হয়েছে —মানুষ মারা যাবার পর তাদের আমলনামায় আমল লেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিন ব্যক্তি ব্যতিক্রম (১) কেউ সাদকায়ে জারিয়া করে গেলে সেই সাদকা যতদিন বজায় থাকবে ততদিন সে সাওয়াব পেতে থাকবে। (২) কেউ কোন ইলমী অবদান রেখে গেলেও তার ফায়দা মৃত্যুর পরেও পেতে থাকবে। আর (৩) কেউ যদি তার জন্যে দোআ করার মত নেক সন্তান রেখে যায় তাহলে সে মৃত্যুর পরেও সাওয়াব পেতে থাকবে।

ভাই-বোনদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল কুরআনে মা, বাবা, সন্তান এবং স্বামী ও স্ত্রীর ব্যাপারটি যেভাবে এসেছে আপন ভাই ও বোনদের ব্যাপারটি সেভাবে সরাসরি আসেনি। তবে কুরআনে কারীমের অসংখ্য স্থানে নিকটাত্মীয়দের হক আদায় করতে বলা হয়েছে। তাদেরকে আর্থিক সাহায্য সহ সার্বিকভাবে সাহায্য করার কথা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে মা ও বাপের পরে নিকটাত্মীয়ের তালিকায় সর্বপ্রথম যারা পড়ে তারা আপন ভাই ও বোন। অতএব, মু'মিন হিসেবে আপন ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। এবং মা ও বাপের প্রতি দায়িত্ব পালনের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বই এটা।

হাদীসে রাসূলের শিক্ষার আলোকে ভাইদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তারা পিতার মতই ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আচরণ পাওয়ার মত। অপরদিকে যারা বয়সে ছোট তারা সন্তানতুল্য আচরণ দাবী করে। তেমনিভাবে বড় বোন মায়ের মর্যাদা পাবে আর ছোট বোন কন্যাতুল্য স্নেহ পাবে। এটা হাদীসের একটা সাধারণ মূলনীতির আওতায় পড়ে। রাসূল (সা) বলেছেন—যারা বড়কে সম্মান করে না, ছোটকে স্নেহ করে না, তারা আমার উম্মত নয়।

www.bjilibrary.com

বায়হাকীতে বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষায় ঃ

حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ لَحَقِّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ-

"ছোট ভাইদের উপর বড় ভাইয়ের অধিকার ঠিক তেমন যেমন সন্তানের উপর পিতার।"-(বায়হাকী)

আল বাজ্জার বর্ণিত হাদীসের আলোকে জানা যায়, "রাসূল (সা) বলেছেন —'সদাচরণ কর তোমার মায়ের প্রতি, বাপের প্রতি, বোনদের প্রতি এবং ভাইদের প্রতি। এরপর তুলনামূলকভাবে যারা তোমার যত নিকটের তারা এ ক্ষেত্রে ততটা অগ্রাধিকার পাবে।"

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মু'মিন নারী ও পুরুষ আল্লাহর নির্ধারিত বিধান মোতাবেক একে অপরকে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। যেটাকে আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক নামে অভিহিত করে থাকি। যার মাধ্যমে সমাজের প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে এক একটা পরিবার গড়ে ওঠে। এরা পরস্পরে একে অপরের পবিত্র আমানত। আল্লাহর বান্দা ও খলিফা হিসেবে তারা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরস্পরে একে অপরের সহযোগী। তেমনি ইসলামী সমাজের একজন সদস্য হিসেবে, একজন নাগরিক হিসেবে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও তারা পরস্পরে একে অপরের সহযোগী। মোটকথা, আল্লাহর হক এবং বান্দার হক এ দ্বিবিধ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। এই সহায়ক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তেমনি অধিকারও আছে। নারী-পুরুষ উভয়কেই আল কুরআনের আলোকে সে দায়িত্ব পালন ও অধিকার আদায়ে চেষ্টা করতে হবে।

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط

"স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি স্বামীদের উপর স্ত্রীদেরও অধিকার আছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে তাদের উপর একটু মর্যাদাদান করেছেন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পুরুষদের একটু অতিরিক্ত মর্যাদার কথা যে বলেছেন তাতে বাস্তবতা আছে। আর সেই বাস্তবতার কারণে তাদের উপর দায়-দায়িত্ব

www.bjilibrary.com

আরো বেশী অর্পণ করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (সা) আল কুরআনের উক্ত ঘোষণার আলোকে আমাদের জন্যে স্থায়ীভাবে যে উপদেশটি দিয়েছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَآءِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَآءِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ـ (ترمذى)

"তোমরা ভাল করে জেনে নাও, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে তেমনি তোমাদের উপর তাদেরও অধিকার আছে।"

শুধু স্বামীর ও স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যটাই শেষ কথা নয় বরং উভয়ের মা-বাপের সূত্রে যে আত্মীয়তা গড়ে উঠে সে আত্মীয়তার হক আদায় করা তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে যে খোতবা দেয়া হয় তার প্রধান অংশ হিসেবে সূরায়ে নিসার প্রথম দিকের আয়াত ক'টির তাৎপর্য অনুধাবন করলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের একটা উত্তম পথনির্দেশ পেতে পারি। খোতবায় পঠিত আল কুরআনের বিশেষ অংশটির ঘোষণা ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

"হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তার থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের উভয়ের মাধ্যমে অসংখ্য নারী-পুরুষের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার বা পাওনা দাবী করে থাক। আর ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ব্যাপারেও। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের সবকিছু অতি নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করেন।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১)

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের পর্যায়ে কিছু দায়-দায়িত্ব উভয়ের মধ্যে যৌথভাবে পালন করার মত, আর কিছু দায়িত্ব আছে স্বামীর জন্যে নির্দিষ্ট, আবার কিছু আছে স্ত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট।

যৌথ দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ আমানতের হেফাজত ঃ

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকে একে অপরের আমানতের হেফাজতকারী। সে আমানত ছোট হোক বা বড় হোক কোন অবস্থায় খেয়ানত করা চলবে না। নিষ্ঠার সাথে

www.bjilibrary.com

তাদের মধ্যকার সকল দায়-দায়িত্ব পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আঞ্জাম দিতে হবে। পারিবারিক জীবনের ব্যাপার হোক আর কোন বিশেষ ব্যাপারে হোক একের দ্বারা অপরে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বরং একে অপরের সহায়ক হওয়ার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। একে অপরের সম্মান সুখ্যাতি নষ্টের যেন কোন কারণ না হয়, উভয়ের মিলিত সংসারে মান-মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব উভয়ের সমান বিধায় এ ক্ষেত্রে উভয়কে সমান আমানতদারীর পরিচয় দিতে হবে।

দুই ঃ পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ ঃ

বৈবাহিক সম্পর্ক নিছক একটি জৈবিক সম্পর্ক নয়, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি অকৃত্রিম আত্মিক সম্পর্ক যা নির্ভেজাল মহব্বতে ভরপুর। আল্লাহ তা'আলা এই গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ককে তার তাওহীদের একটি অন্যতম জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط

"এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা ও মায়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"-(সূরা আর রূম ঃ ২১)

তিন ঃ পারস্পরিক আস্থা ঃ

পারস্পরিক স্বার্থকে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সাধারণত স্ত্রীকে স্বামীর অর্ধাংগিনী বলা হয়। মূলত স্বামী-স্ত্রী মিলে এক অভিন্ন প্রাণ, অভিন্ন সত্ত্বা। অতএব, কোন একজনের ক্ষতি মানে উভয়ের ক্ষতি, নিজের ক্ষতি—এই অনুভূতির ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি গভীর ও মজবুত আস্থা থাকতে হবে।

চার ঃ সহানুভূতিসুলভ আচরণ

সাধারণ মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে হাসি-খুশি ও দরদপূর্ণ ব্যবহার পারিবারিক জীবনের জীবনী শক্তি। এই নম্র, ভদ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ আচার-আচরণ একটি পরিবারে প্রাণবন্ত ও সুখী-সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়ে থাকে। এই সহানুভূতির আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশটি পুরুষের প্রতিই এসেছে, কারণ আল্লাহ যেমন তাকে মর্যাদা একটু বেশী দিয়েছেন তেমনি দায়িত্বও তারই বেশী। পারিবারিক পরিবেশকে আল্লাহর বাঞ্ছিত মান অনুযায়ী গড়ে তোলার জন্যে তাই আল্লাহর নির্দেশ ঃ

www.bjilibrary.com

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ(النساء : ١٩)

"তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, উত্তম আচরণ কর।"

আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ

اِسْتَوْصَوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ـ(مسلم)

"নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর।"–(মুসলিম)

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার

একঃ পারিবারিক জীবন যাপন ও ঘর সংসার পরিচালনায় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আচরণ উত্তম এবং সহানুভূতিপূর্ণ হতে হবে। যেমন আল্লাহর নির্দেশ —'তাদের সাথে উত্তম আচরণ কর।' তার খাওয়া পরার প্রয়োজন স্বামীকেই পূরণ করতে হবে। সেই সাথে তাকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া, দ্বীনের ভিত্তিতে জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্বও স্বামীরই।

দুই ঃ স্ত্রীর আচরণে অবাঞ্ছিত কিছু পরিলক্ষিত হলে তাও সবরের সাথে এবং হিকমতের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ ঃ

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ؕ

"তাদের মধ্যে কোন অবাঞ্ছিত সীমালংঘনমূলক আচরণ দেখলে প্রথমে উত্তমভাবে উপদেশ দাও। তারপর বিছানা আলাদা করে দাও। এতেও ফল না হলে প্রহার কর, যদি আনুগত্য করে তাহলে আর অন্য কোন পথ তালাশ করবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

তিন ঃ ইনসাফের আচরণ করতে হবে ঃ এখানে একে অপরের অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি খেয়াল রাখাটাই প্রধান ইনসাফ। পরিবারের প্রধান হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলে ইনসাফের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হবে। তাছাড়া যদি কারো ঘরে একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সাথে আচরণেও পূর্ণ ইনসাফ করতে হবে। ইনসাফ করার সম্ভাবনা না থাকলে কুরআনের আলোকে একাধিক বিবাহের অনুমতি নেই। আর এ ক্ষেত্রে বাস্তবে ইনসাফ করা যে খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার তাও সর্বজন বিদিত।

www.bjilibrary.com

চার ঃ স্ত্রীর কোন গোপনীয় ব্যাপার থাকলে তা যে পর্যায়েরই হোক না কেন, অথবা কোন আয়েব থাকলে নিজের স্বার্থে তার হেফাজত করা উচিত। যে কোন মূল্যে স্বামীর পক্ষ থেকে তার সকল গোপনীয়তার পূর্ণ হেফাজত স্বামীর একটি পবিত্র দায়িত্ব। হাদীসে রাসূলে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِىْ اِلٰى امْرَأَتِهٖ وَتُفْضِىْ اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ـ(مسلم)

"কেয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সেই পুরুষই সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয় অতপর স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেয়।"–(মুসলিম)

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে হয়।

(১) আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে না স্বামীর এমন সব আদেশ তাকে পালন করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط

"যদি তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের (স্বামীর) আনুগত্য করে তাহলে আর তাদের ব্যাপারে কোন ভিন্ন পথের কথা ভেব না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "স্বামী স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকার পর যদি স্ত্রী সে কথা অমান্য করে এবং স্বামীকে তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটাতে হয় —তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।"–(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে আরও আছে ঃ "আমি যদি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করতে বলতাম।"–(আবু দাউদ, হাকেম, তিরমিযি)

(২) স্বামীর মান-সম্ভ্রম, ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা, তার সংসার ও সন্তানদের দেখাশুনা করা। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط

"সৎ মেয়েলোকেরা আনুগত্য পরায়না হয়ে থাকে, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

www.bjilibrary.com

রাসূলে পাক (সা) বলেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ-

"স্ত্রী স্বামীর সংসারের এবং সন্তানদের দেখা-শুনার ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"

রাসূল (সা) আরো বলেছেন—তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার হলো—তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তোমরা অপসন্দ কর এমন ব্যক্তিদেরকে ঘরে আসতে অনুমতি দেবে না।

(৩) স্বামীর ঘর সংসার দেখাশুনাই তার পবিত্র দায়িত্ব। এটাকেই সে অগ্রাধিকার দেবে এবং স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে বাইরে বিচরণ করবে না। আল কুরআনের শিক্ষার আলোকে দৃষ্টি সংযত করবে, কথাবার্তা চাল-চলনেও শালীনতা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। ফাহেশা ও অশ্লীলতা পূর্ণ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং স্বামীর নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আচার-আচরণেও স্বামীর আবেগ, অনুভূতি ও মান-সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

এ সমস্ত ব্যাপারে আল কুরআনের নির্দেশিকা নিম্নরূপ ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى-

"তোমরা প্রশান্তির সাথে তোমাদের ঘর সংসারেই অবস্থান কর। অতীত দিনের জাহেলী যুগের ন্যায় নির্লজ্জভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ করে বাইরে চলাফেরা করবে না।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৩)

অপর কোন পুরুষের সাথে যদি জরুরী কথাবার্তা বলতে হয় সে ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ-

"তাদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে নরম সুরে কথা বল না, এমন করলে যার অন্তরে রোগ-ব্যধি আছে তার মনে কোন অবাঞ্ছিত লালসার জন্ম হতে পারে।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৩২)

আল কুরআনের আরো নির্দেশ ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا-(النور : ٣١)

"মু'মিনা নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন চক্ষু সংযত করে, তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের সৌন্দর্য যেন প্রকাশ না করে, তবে স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ পায় সেটা ভিন্ন কথা।"–(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

www.bjilibrary.com

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ -(النساء : ١٤٨)

"আল্লাহ তা'আলা কথাবার্তায় খারাপ ভাষা ব্যবহার (গালিগালাজের ভাষা) পসন্দ করেন না।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১৪৮)

রাসূল (সা) বলেন ঃ

"নারীদের মধ্যে উত্তম নারী সেই (স্ত্রী) যার প্রতি তুমি (স্বামী) তাকালে সে তোমাকে খুশী করে, তুমি কোন নির্দেশ দিলে তা পালন করে। তুমি অনুপস্থিত থাকলে সে তোমার আমানতের হেফাজত করে (নিজেকে এবং সম্পদকে)।

নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহারের ব্যাপারে আল্লাহর কুরআনে এবং রাসূলের হাদীসে খুবই তাকিদের সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে মা, বাপ, ভাই, বোন ও ছেলে-মেয়েদের সাথে যে আচরণের নির্দেশ আছে নিকটাত্মীয়দের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন সম্পর্কের মানুষের সাথে অনুরূপ আচরণেরই নির্দেশ আছে। এদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে, আর যারা ছোট তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে। এ সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসের নির্দেশিকা নিম্নরূপ ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط -(النساء : ١)

"আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের অধিকারের দাবী করে থাক। আর ভয় কর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ব্যাপারেও।"

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط

"আত্মীয়গণ আল্লাহর কিতাবের আলোকে একে অপরের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ৭৫ সূরা আহযাব ঃ ৬)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ○

"তোমাদের থেকে কেবলমাত্র এটুকু আশা করা যায় যে, তোমরা যদি ফিরে যাও তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করবে।"-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

www.bjilibrary.com

"নিকটাত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও অসহায় পথিকদেরকেও। এটা তাদের জন্যে উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এরাই হবে সফলকাম।"-(সূরা আর রূম ঃ ৩৮)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ ـ(النحل : ٩٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদেশ দেন, ইনসাফ কায়েম করার, ইহসান করার এবং নিকটাত্মীয়দের হক আদায় করার জন্যে।"

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ (النساء : ٣٦)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, প্রতিবেশী অনাত্মীয়, পাশাপাশি চলার সাথী, পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীর প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।"

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (النساء : ٨)

"মিরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক, ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে তখন উক্ত মাল থেকে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সাথে ভাল কথা বল।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৮)

হাদীসে কুদসীতে আছে, রাসূল পাক (সা) বলেন, "আল্লাহ বলেছেন —আমি তো রহমান, আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে আমার নামের সাথে মিল রেখেছি—রেহেম ও আরহাম ব্যবহার করেছি। অতএব, যারা এই আত্মীতার সম্পর্ক রক্ষা করবে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যারা আত্মীয়তার এই বন্ধন ছিন্ন করবে আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।

রাসূলে পাক (সা)-কে একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন—কার সাথে ভাল ব্যবহার ও নেক আচরণ করব ? উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন—তোমার মায়ের সাথে। তারপর ? তারপরও তোমার মায়ের সাথে। তারপর ? তারপরও তোমার মায়ের সাথে। তারপর ? বাপের সাথে। এরপর আত্মীয়তার ক্রমানুসারে যারা যত নিকটের তাদের সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নেক আচরণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

বুখারী এবং মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে—একজন সাহাবা আল্লাহর রাসূলকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, সেটি কোন্ জিনিস যা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে ? উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ

"আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে শিরক করো না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন মিলিয়ে রাখ।"

তিনি খালাকে মায়ের মত বলে উল্লেখ করেছেন।

নিকটাত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব পালনের দু'টো দিক, যা সূরায়ে নাহলের ৯০নং আয়াতের শিক্ষার আলোকে আমরা পেয়ে থাকি।

প্রথমতঃ তাদের নির্ধারিত ন্যায্য অধিকার পাওনা থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে ইনসাফের দাবী অনুযায়ী তা দিয়ে দাও। তাদের মধ্যে অধিকারের প্রশ্নে ঝগড়া-বিবাদ থাকতে পারে ; দুর্বলকে সবল ব্যক্তিরা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিতও করতে পারে—সে ক্ষেত্রে ইনসাফের দাবী হলো দুর্বলকে সবলের যুলুম থেকে বাঁচার ব্যাপারে সাধ্যমত সাহায্য করা।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জন্যে ফারায়েজের সূত্রে কোন নির্ধারিত পাওনা না থাকলেও অথবা পাওনা দিয়ে দেবার পরও যদি তাদের দারিদ্র মোচন না হয়, অভাব দূর না হয়, তখন তাদের সাথে ইহসানের আচরণ করতে হবে, তাদেরকে আর্থিক ও মানসিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদর্শনে সাধ্যমত ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগেরও সুযোগ আছে।

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কেও আমাদেরকে সঠিক ধারণা লাভ করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ـ(النساء : ٣٦)

"পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, প্রতিবেশী অনাত্মীয় সবার সাথে ভাল ব্যবহার কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

www.bjilibrary.com

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ-

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীদের ব্যাপারে এভাবে অনবরত উপদেশ দিয়ে আসছিল যাতে আমার ধারণা হচ্ছিল, বোধ হয় তাদের ফারায়েজ সূত্রে অংশীদার বানিয়ে দেয়া হবে।"(বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ

"যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তারা যেন প্রতিবেশীকে সম্মান করে।"

প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

এক ঃ তাদেরকে কষ্ট দেবে না। তারা কষ্ট পায় এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তারা যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"

তিনি আরো বলেন ঃ

وَاللّٰهُ لاَيُؤْمِنُ وَاللّٰهُ لاَيُؤْمِنُ فَقِيْلَ لَهُ مَنْ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَلَّذِىْ لاَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

"আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর কসম সে ঈমানদার নয়, প্রশ্ন করা হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! ঐ ব্যক্তি কে ? উত্তরে রাসূল (সা) বললেন, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"-(বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রাসূলের কাছে এমন একজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নামায পড়ে। কিন্তু প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। আল্লাহর রাসূল উত্তরে বলেছিলেন ঃ সে দোযখে যাবে।"

-(বুখারী ও মুসলিম)

দুই ঃ তাদের প্রতি ইহসানপূর্ণ আচরণ করবে। প্রতিবেশীর কোন ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্য করবে। অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করবে। সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নেবে। আগে সালাম দেবার চেষ্টা করবে। ভদ্র-নম্র ভাষায় তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে। সাধ্যমত তাদেরকেও দ্বীনের

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে উপদেশদানের চেষ্টা করবে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তাদের গোপনীয় ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করবে না। প্রতিবেশীর বাড়ী-ঘর বা জায়গা-জমির ক্ষেত্রে কেউ কারো সীমালংঘনের চেষ্টা করবে না। আল কুরআনের ভাষায় ঃ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ـ

"নিকট প্রতিবেশীও নিকটাত্মীয়।"

এ পর্যায়ে আমাদেরকে এই করণীয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। এছাড় আল্লাহর রাসূল এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ اِلٰى جَارِهٖ ـ

"যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।"

তাদের আগে সালাম দেয়া, খানায় শরীক করাও এর আওতাভুক্ত। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ

اَفْضَلُ الْاِسْلَامِ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ ـ

"উত্তম ইসলাম হলো বেশী বেশী সালাম দেয়া এবং মানুষকে খাবার খাওয়ানো।"

তিন ঃ তাদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মানজনক আচরণ করা। টুকটাক প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনে নিজের জায়গা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া। প্রতিবেশীর বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে সাধ্যমত সহযোগিতা করা। এমনকি প্রতিবেশীর পার্শ্ববর্তী কোন জায়গা-জমি বিক্রি করতে হলে আগে অন্য প্রতিবেশীকে জানানো দরকার। সে নিতে চাইলে অন্যকে না দেয়াই মু'মিনের কর্তব্য।

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ

لَايَمْنَعَنَّ اَحَدُكُمْ جَارَهٗ اَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهٖ ـ

"তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার আঙ্গিনায় কাঠ বা লাকড়ী জাতীয় কোন প্রয়োজনীয় কিছু রাখতে বারণ না করে।"-(বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরো বলেন ঃ

مَنْ كَانَ لَهٗ جَارٌ فِىْ حَائِطٍ اَوْ شَرِيْكٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتّٰى يَعْرِضَهٗ عَلَيْهِ ـ

www.bjilibrary.com

"যে ব্যক্তির সম্পদের মধ্যে কোন অংশীদার আছে বা তার প্রতিবেশী আছে সে যেন প্রতিবেশীকে না জানিয়ে উহা বিক্রি না করে।"

আল্লাহর রাসূল (সা) এ ব্যাপারে আরো যেসব উপদেশাবলী দিয়েছেন তার সারমর্ম দাঁড়ায় দু'টি বিষয় ঃ

এক ঃ মু'মিন হিসেবে কে সঠিক ভূমিকা পালন করছে, আর কে করতে পারছে না এটা জানার উপায় হচ্ছে প্রতিবেশীর সাথে তার আচরণ ও প্রতিবেশীর উপর তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া।

দুই ঃ প্রতিবেশীর আচরণ যদি খারাপও হয় তবুও সবরের বিকল্প নেই। আল কুরআনের মূলনীতি খারাপের মুকাবিলা ভালোর মাধ্যমে করা। এর উপরে বাস্তবে আমল করার ক্ষেত্র মূলত প্রতিবেশীদের সাথে আচরণ। খাবাপের মুকাবিলায় ভাল ব্যবহার করতে হলে অশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন। তাই আল্লাহর রাসূল (সা) প্রতিবেশীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সীমাহীন ধৈর্য ধারণের তাকিদ দিয়েছেন।

সাধারণ মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব

হক্কুল ইবাদের পর্যায়ে মু'মিন হিসেবে আমাদেরকে মা-বাপ, নিকটাত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী থেকে শুরু করে গোটা মানবজাতির প্রতিও কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের দায়িত্বকে আমরা দু'ভাগে আলোচনা করতে পারি। সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের প্রতি দায়িত্ব, বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের প্রতি দায়িত্ব। ইসলাম যেহেতু সব মানুষের জন্যে, অতএব ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের সব মানুষের প্রতি দায়-দায়িত্ব আছে—যা পালন করা ইসলামের স্বার্থেই অপরিহার্য।

মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব পালনের পর্যায়ে আল কুরআনের এবং হাদীসে রাসূলের নির্দেশাবলী নিম্নরূপ ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মুসলমানরা অবশ্যই একে অপরের ভাই।"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০)

فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ج

"অতপর আল্লাহর বিশেষ আর্শিবাদে তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছ।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ز

www.bjilibrary.com

"মু'মিনদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল, কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।"
–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৪)

أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ـ

"তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং তাদের পরস্পরের সাথে সহানুভূতিশীল।"–(সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯)

اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا ط ـ(النساء : ٨٦)

"যখন তোমাদের সম্ভাষণ জানানো হয় তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের সম্ভাষণ জানাবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৮৬)

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ

كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (لقمن : ١٨)

"মানুষ থেকে মুখ বেজার করে ফিরিয়ে নিও না। জমিনে দর্প নিয়ে চলাফেরা করো না—আল্লাহ কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না।"

(এই শিক্ষা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ

وَلاَ نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلاَ تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ

يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ

الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

"হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষের প্রতি বিদ্রূপ করবে, হতে পারে সে তাদের তুলনায় ভাল, আর না কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্রূপ করবে, হতে পারে যে, সে তাদের চেয়ে উত্তম। তোমরা পরস্পরের মাঝে দোষারোপ করো না এবং কাউকে খারাপ উপমা দিয়ে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ করা অত্যন্ত খারাপ কথা, যেসব লোক এ ধরনের আচরণ থেকে

www.bjilibrary.com

বিরত থাকবে না তারাই যালেম। হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা খুববেশী ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা গোনাহ। তোমরা একে অপরের দোষ খোঁজা-খুঁজি করো না। তোমাদের কেউ যেন অন্যের গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো তা ঘৃণা করবে।"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১-১২)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط (النور : ١٩)

"যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।"

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص

"তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করো না।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ২)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اَلدِّيْنُ نَصِيْحَةٌ قِيْلَ لِمَنْ فَقَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِعَامَّتِهِمْ -

"দ্বীন হলো শুভ কামনার নাম। প্রশ্ন করা হলো, কার জন্যে ? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহর জন্যে—আল্লাহর কিতাবের জন্যে, আল্লাহর রাসূলের জন্যে। মুসলমানদের নেতাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানদের জন্যে।"-(মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ

لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهٖ -

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যাকিছু পসন্দ করে অপরের জন্যেও তা পসন্দ না করে। আর অপরের জন্যে তাই অপসন্দ করবে—যা সে নিজের জন্য অপসন্দ করে থাকে।"

www.bjilibrary.com

وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى -

"মুসলমান সবাই মিলে যেন একটি দেহ। যখন দেহের অংশ বিশেষের অসুবিধা হয়—তখন গোটা শরীরে তার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।"

আল্লাহর রাসূল আরো বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا -

"এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্যে একটি প্রাচীরের ন্যায়, যার একাংশ অপরাংশকে শক্তি যোগায়।"

اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهٗ وَلَا يَخْذُلُهٗ وَلَا يَحْقِرُهٗ -

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের উপর যুলুম করবে না। তাকে অপমানিত করবে না। তাকে হেয়প্রতিপন্ন করবে না।"

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا سُئِلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَنْ كَيْفِيَةِ تَنْصُرِهٖ وَهُوَ ظَالِمٌ فَقَالَ خُذْ فَوْقَ يَدَيْهِ -

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে যালেম হোক আর মাযলূম। প্রশ্ন করা হলো, যালেমকে কিভাবে সাহায্য করা যাবে ? উত্তরে তিনি বললেন—তাকে হাত পাকড়ে ধর।"

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالُهٗ وَعِرْضُهٗ -

"এক মুসলমানের জান-মাল এবং সম্মান হরণ করা অপর মুসলমানের উপর হারাম।"

مَامِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ عِرْضُهٗ وَتَسْتَحِلُّ فِيْهِ حُرْمَتُهٗ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نَصْرَهٗ - وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ خَذَلَ مُسْلِمًا فِىْ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهٗ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْضَعٍ يُحِبُّ فِيْهِ نَصْرَهٗ -

"কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে এমন জায়গায় যদি সাহায্য করে যেখানে তার সম্মানের হানি করা হচ্ছে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে

www.bjilibrary.com

এমন জায়গায় সাহায্য করবেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য পসন্দ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন জায়গায় অপমানিত করে যেখানে তার সম্মানের হানি হয় তাহলে আল্লাহ তাঁকে এমন জায়গায় অপমানিত করবেন যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য পসন্দ করে।"

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ اَخِيْهِ رَدَّ اللّٰهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"যে ব্যক্তি অন্য মুসলমানের সম্মান বাঁচিয়ে রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কেয়ামতের দিন দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

اَلْمُؤْمِنُ اَمَنَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ -

"ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার হাত থেকে অন্য মু'মিনদের জান-মাল নিরাপদ থাকে।"

অমুসলিমদের প্রতি দায়িত্ব

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দান। আল্লাহ নিখিল বিশ্বের রব। তিনি গোটা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা। সৃষ্টির সেরা সমস্ত মানব জাতিরও তিনি স্রষ্টা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের তিনিই রব। অতএব, তাঁর দ্বীন, তাঁর বিধান কেবল গোষ্ঠী বিশেষ বা জাতি বিশেষের জন্য নয় ; সব মানুষের কল্যাণের জন্যেই তিনি তাঁর দ্বীন পাঠিয়েছেন। তাই এ দ্বীনের অনুসারীদেরকে কেবল মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করলেই চলবে না, বরং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতিই তাদের দায়িত্ব আছে। মুসলিম জাতির এই বৃহত্তর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্যে তোমাদেরকে তৈরী করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে সৎ পথে পরিচালনা করবে এবং অসৎ পথে বাধা দেবে সর্বোপরি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এভাবে তোমাদেরকে উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যাতে করে তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্যে আদর্শ এবং অনুসরণযোগ্য হতে

www.bjilibrary.com

পার। আর তোমাদের জন্যে আদর্শ ও অনুসরণীয় হবেন আল্লাহর রাসূল।"
—(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

উল্লেখিত আয়াত দু'টির আলোকে জাতি হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের দায়িত্ব সব মানুষের কল্যাণ করা। কল্যাণের পথ দেখানো। মানবতা ও মনুষ্যত্যের মূর্তপ্রতীকরূপে তাদের সামনে নিজেদেরকে উপস্থাপন করা।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। প্রথম আকীদা বা ঈমান, দ্বিতীয় ইবাদাত, তৃতীয় মোয়ামালাত।

কুরআনের আলোকে ঈমান আনতে হয় আল্লাহর পরিচয় জেনে বুঝে মনের তাকিদে স্বতস্ফূর্তভাবে। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ ـ(البقرة : ٢٥٦)

"দ্বীন কবুলের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবার স্বেচ্ছায় যারা খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার করে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারাই একটা মজবুত রশি আঁকড়ে ধরবে যা কখনও ছিন্ন হবার নয়।"

এখানে ঈমানের ঘোষণা দেবার ব্যাপারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেবার কথা বলা হয়েছে। অতএব, কোন অমুসলিমকে জোরপূর্বক তাদের নিজ ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করে তার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম গ্রহণ করানোর কোন বিধান ইসলামে নেই। বরং যেসব অমুসলিম ইসলামের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে না—যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবে না, আল্লাহর কোন বান্দাকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আসতে বাধা দেবে না তাদের ধর্মের স্বাধীনতা দেয়া মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের দ্বিতীয় দিক অর্থাৎ ইবাদাত (এখানে আনুষ্ঠানিক ইবাদাত) তাতো কেবল তাদের জন্যে, যারা ঈমান এনেছে। অতএব এ ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে বাধ্য করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বাকী মোয়ামালাতের কিছু ব্যাপারে প্রত্যেক জাতির কিছু ধর্মীয় ঐতিহ্য ও রীতি-পদ্ধতি থাকতে পারে, থাকলে সেগুলোর ব্যাপারেও ইসলাম তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়। বাকী যেসব ব্যাপার কোন ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের সাথে জড়িত, ইসলাম সেই কল্যাণকর ব্যবস্থার সুযোগ

www.bjilibrary.com

অমুসলিমদেরও দিতে চায়। এর বিপরীত আর্থসামাজিক দৃষ্টিতে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর ও অসামাজিক কার্যক্রম নামে যেগুলো অভিহিত হবার মত, সেগুলো থেকে ইসলাম সমাজকে মুক্ত করতে চায়। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশকে সুগম করার জন্যে এ জাতীয় সামাজিক কার্যক্রম বন্ধ হওয়াতে কোন ধর্মের লোকদের ধর্মের উপর আঘাত আসা বা জাত যাবারও কোন প্রশ্ন উঠে না। ইসলামের বড় কথা মানুষের সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। ইনসাফ কায়েম করতে গেলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের নিশ্চিত গ্যারান্টি দিতে হবে। মানুষের সমাজ থেকে সকল প্রকারের যুলুম ও শোষণের মূলোৎপাটন করতে হবে। মানুষের মাঝে সামাজিক অনাচার, ও পাপাচার যা মানুষকে পশুর স্তরে নিয়ে যায় তা থেকেও মানুষের সমাজকে মুক্ত করতে হবে। এই কাজগুলো যথাযথ আঞ্জাম দিতে পারলে যে শান্তি-সুখের, ন্যায়-ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা হবার কথা সেই সমাজের কল্যাণ শুধু মুসলমানরাই ভোগ করবে না, মুসলমানরা এ কল্যাণ প্রতিষ্ঠার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে ; কিন্তু কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে সমস্ত মানব জাতির জন্যেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে ইসলাম কুফরী শক্তির সাথে লড়াই ও যুদ্ধ বিগ্রহের কথাও তো বলে। সেটা মূলত ঐ সক্রিয় কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে যে অন্ধ বিদ্বেষ নিয়ে অথবা কায়েমী স্বার্থে অন্ধ হয়ে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য খড়গ হস্ত হয়। মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ রুদ্ধ করে যারা মানুষের সমাজে পশুত্ব ও পাশবিকতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায়—তারা জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সাধারণ অমুসলিম ভাই-বোনদেরও শত্রু। তাদের মৌলিক মানবাধিকার হরণকারী। এমন শক্তি কেবল অমুসলিমদের মধ্য থেকে কেন, মুসলিম নামধারীদের মধ্য থেকেও যদি ইসলামের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের পথ বেছে নেয়, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তাহলে—তাদের সাথেও ইসলামের আচরণ একই বরং তার চেয়েও আরো কঠোরতর।

কিন্তু যে সমস্ত অমুসলিম কোন অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়, কোন প্রকারের আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নেই—তারা ইসলামী সমাজে পবিত্র আমানত। তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সহ মৌলিক অধিকার রক্ষা করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ করা, তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর নিশ্চয়তা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

www.bjilibrary.com

ব্যক্তিগতভাবেও মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষ থেকে মুসলমানদের আচরণ অনুরূপ যাতে হয়, সে জন্যে তাদেরকে দায়ী ইলাল্লাহ এবং সত্যের সাক্ষীদাতার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ দায়িত্ব পালনে কোথাও কেউ ব্যর্থ হলে তারও জলদি তদারকের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ বিষয়ে আমরা আল কুরআনের এবং হাদীসে রাসূল থেকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পাই। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

"দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি কল্যাণমুখী আচরণ করতে এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি। বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকেই ভালবাসেন।"

–(সূরা মুমতাহানা ঃ ৮)

তারা ক্ষুধার্ত হলে আহার দিতে হবে। তাদের পানির অসুবিধা থাকলে পানির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারা অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আল্লাহর রাসূল বলেন ঃ

اِرْحَمْ مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكَ اللّٰهُ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

"তুমি এ জমিনবাসীদের উপর রহম কর, আসমানবাসী অর্থাৎ আল্লাহ তোমার উপর রহম করবেন। এখানে মুসলিম-অমুসলিম সবই শামিল।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন—"হে আমার রাসূলগণ! তোমরা শোন, আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে নিয়েছি— তোমাদের মধ্যেও এই যুলুমকে আমি হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করবে না।

হাদীসে রাসূলে আরো বলা হয়েছে, ইসলামী রাষ্ট্রে এবং সমাজে অমুসলিমদের প্রতি যদি কেউ যুলুম করে, কেউ তাদেরকে অহেতুক কষ্ট দেয় তাহলে কেয়ামতের দিন আমি ঐসব যুলুমকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

www.bjilibrary.com

মু'মিনের অর্থনৈতিক জীবন

এ অধ্যায়ে আমরা ইসলামের অর্থনীতি আলোচনা করতে যাচ্ছি না। মু'মিন ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক জীবনে যে ইসলামী নীতিমালা ও আচরণ বিধি মেনে চলবে তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে এসেছি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ও বিভাগ হলো অর্থনীতি। অতএব মু'মিন ও মুসলমান হিসেবে কেউ যদি জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাকে জীবনের অন্যান্য দিক ও বিভাগে যেমন ইসলামী অনুশাসন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তা অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত এবং রাসূল প্রদর্শিত সীমারেখার প্রতি নিষ্ঠার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমরা জানি ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন না করে কেউ সত্যিকার অর্থে মু'মিন হতে পারে না। আল্লাহ্ আমাদের ব্যক্তি জীবনের প্রতিও দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ব্যক্তির দেহ ও আত্মার সুষ্ঠু বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন, তাকে আল্লাহ যে যোগ্যতা ও সামর্থ দিয়েছেন তা নষ্ট না করে গঠনমূলকভাবে আল্লাহর পথে, আল্লাহর বান্দাদের কল্যাণের পথে ব্যবহার করার দায়িত্ব একটি পবিত্র আমানত। সে আমানতের সদ্ব্যবহার করতে হলে দেহ ও আত্মার চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। অনুরূপভাবে মা-বাপের অধিকার আদায়ের নির্দেশ এসেছে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীর পরেই। তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে হলে তার সামর্থও থাকতে হবে। সেই সাথে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতিও আমাদেরকে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে—এ দায়িত্ব পালনের জন্যে অর্থনৈতিক সামর্থ অর্জন একান্ত অপরিহার্য।

এভাবে ব্যক্তি ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্যেই মু'মিন ও মুসলমানের প্রতি আল্লাহ্ ও রাসূল প্রদত্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তাদের নিকট প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে দেশবাসী তথা সমস্ত দুনিয়াবাসীর প্রতিও একটা দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—এ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবেই তাদেরকে যাকাত দিতে বলা হয়েছে, যাকাতের অতিরিক্ত আল্লাহর পথে, আল্লাহর বান্দাদের জন্যে অকপটে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ উপার্জন না করলে অর্থ ব্যয় করবে কিভাবে। তাই এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের নীতিমালা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে যে সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত

www.bjilibrary.com

হতে পারি তাহলো, অর্থ-সম্পদ উপার্জন কোন খারাপ কাজ নয়, বরং তা যদি আল্লাহ ও রাসূলের নির্ধারিত পথে হয় এবং আল্লাহর রাসূলের বাঞ্ছিত পথে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে ও প্রয়োজনে হয় তাহলে এটা একটা পবিত্রতম ইবাদাত হিসেবে গণ্য হতে পারে। তাই তো হাদীসে রাসূলের ভাষায় নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মত আনুষ্ঠানিক ও মৌলিক ইবাদাতসমূহের পাশাপাশি হালাল রুজি-রোযগারের চেষ্টা-সাধনাকেও ফরয হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের বাঞ্ছিত পথে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করতে হলে জীবন ও জগত সম্পর্কে মন-মগজে সেই ধারণা বদ্ধমূল করে নিতে হবে। মূলত জীবন ও জগত সম্পর্কীয় এই ধারণা বিশ্বাসই মু'মিন জীবনের সকল ক্ষেত্রের চালিকা শক্তি। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি।

জীবন ও জগত সম্পর্কে কুরআনিক ধারণা

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

"তোমাদেরকে এই দুনিয়ার জীবনে যাকিছু দেয়া হয়েছে তা অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ সামগ্রী মাত্র। আর যাকিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে তা উত্তম ও স্থায়ী।"-(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৬)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتٰعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ -

"তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার সম্পদ নিয়েই খুশী ? অথচ আখেরাতে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ খুব কমই কাজে লাগবে।"

-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝

"বলে দাও, কার্যক্রমের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরিচয় কি তোমাদের বলে দিব ? যারা কেবলমাত্র এই দুনিয়াকে, দুনিয়ার জীবনকে কেন্দ্র করেই তাদের সকল সাধনা নিয়োগ করে এবং মনে মনে ভাবে যে, তারাই খুব ভাল কাজ করছে।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ১০৩-১০৪)

www.bjilibrary.com

لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

"তোমাদের মাল-সম্পদ এবং সন্তানগণ যেন তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না ফেলে, যারা এমনটি করবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"–(সূরা আল মুনাফিকুন ঃ ৯)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا ـ

"নামায শেষ হবার পর আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়, আল্লাহর ফজল (হালাল রিযিক) তালাশ কর এবং আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর।"–(সূরা আল জুমআ ঃ ১০)

مَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

"তোমরা কেন আল্লাহর পথে খরচ করবে না, অথচ আসমান ও জমিনের সবকিছুর নিরংকুশ মালিকানা আল্লাহর।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১০)

اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

"আর যখন তারা খরচ করে, তখন বাহুল্য ব্যয়ের আশ্রয় নেয় না আবার কৃপণতাও করে না। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা অবলম্বন করে থাকে।"–(সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۝ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ط وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

"নিকটাত্মীয়-স্বজনকে তাদের পাওনা দিয়ে দাও আর সেই সাথে পাওনা দিয়ে দাও মিস্‌কীন এবং অসহায় পথিকদের। তবে কখনও অপচয় করবে না। সন্দেহ নেই অপচয়কারীগণ অবশ্যই শয়তানের ভাই। আর শয়তান তো সবসময়ই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"

–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৬-২৭)

اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ـ(البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"

www.bjilibrary.com

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ (البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর, অবশিষ্ট সুদ (সুদ ভিত্তিক লেনদেন, কারবার) বর্জন কর, যদি সত্যি ঈমানদার হও। আর যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার জন্যে প্রস্তুত হও। তবে যদি তাওবা কর তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা অত্যাচার করবে না, অত্যাচারিতও হবে না।"

-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৮-২৭৯)

আল কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য ও মূল শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের আলোকে জীবন ও জগত সম্পর্কে মোটামুটি আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

এক ঃ আমাদের এই দুনিয়াটা কোন স্থায়ী বাসস্থান বা ঠিকানা নয়। এই দুনিয়ার জীবন যেমন স্থায়ী নয় তেমনি এই জীবনটাই সব নয়। মৃত্যুটাই শেষ নয়। এরপর আরো একটা জগত আছে, সেই জগতের জীবনটাই স্থায়ী, সেই জগতের ঠিকানাই শেষ ঠিকানা। এই জগতে আমরা যাকিছু ভোগ করছি তাও ক্ষণস্থায়ী এবং অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর ঐ জগতে আমাদের রব তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে যা দেবেন তাই উত্তম এবং তাই চিরস্থায়ী।

দুই ঃ এই আসমান, এই জমিন আল্লাহর। এ দু'য়ের এবং দু'য়ের মাঝে যাকিছু আছে সবকিছুর মূল মালিকানা আল্লাহর। তিনি মানুষকে এই আসমান ও জমিনের সবকিছু ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। এ সবের মধ্য থেকে মানুষ তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে যাকিছু আয়ত্বে এনেছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত স্বরূপ, এর উপরে তাদের মালিকানা নিরংকুশ নয়। তাই এসব সম্পদকে সে তার খেয়াল-খুশীমত ব্যবহার করতে পারবে না। আর রোযগারের ক্ষেত্রে যেমন তাকে আল্লাহর দেয়া সীমারেখার খেয়াল রাখতে হবে তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহর পসন্দ-অপসন্দকে সামনে রাখতে হবে। বিশেষ করে আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হবে না। কারণ, তার নিজের জান-মালসহ গোটা আসমান-জমিনের মূল মালিকানা আল্লাহর।

তিন ঃ মানুষ হিসেবে সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি এই দুনিয়ায় পার্থিবভাবে সফল হওয়া নয়। দুনিয়ার জীবনে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির

www.bjilibrary.com

মালিক হওয়া না হওয়া নয়। প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতা হলো আখেরাতের সফলতা ও ব্যর্থতা।

চার ঃ এই দুনিয়ার সম্পদ ও মাল-দৌলতের অধিকারী হতে আপত্তি নেই কিন্তু মাল-দৌলত কামাই করতে গিয়ে আল্লাহর কথা, আল্লাহর হুকুম-আহকামের কথা ভুলে যাওয়া চলবে না। মাল ও দৌলত, ধন-সম্পদ কামাই করতে গিয়ে যেমন আল্লাহর দেয়া সীমারেখা অনুসরণ করবে এবং না করতে পারার শাস্তি ও পরিণতির কথা স্মরণ করবে, তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এসব কথা মনে রাখবে।

পাঁচ ঃ মূলত রুজি-রোযগারকেও আল্লাহর প্রকৃত ইবাদাত হিসেবেই গ্রহণ করবে। হালাল পথে রুজি-রোযগারের চেষ্টা করা যেহেতু ফরয, অতএব ফরয কাজের সওয়াব বা প্রতিদান নফল ইবাদাতের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। সেই অনুভূতি নিয়েই একজন মু'মিন তার অর্থনৈতিক জীবনের কায়-কারবার পরিচালনা করবে। এবং এ কাজে সদা-সর্বদা আল্লাহর কথা, আল্লাহর হুকুম-আহকামের কথা, আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করবে। বস্তুত নামায শেষে আল্লাহর ফজল তালাশ করা ও আল্লাহকে বেশী বেশী যিকির করার প্রকৃত অর্থ এটাই।

ছয় ঃ আয়-রোযগারের ক্ষেত্রে এমন পথ অবশ্যই পরিহার করবে, যে পথে মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করে। মানুষের মধ্যে দুনিয়া পূজার সর্বনাশা প্রবণতা ও ভোগ-বিলাসের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয়। পরকালের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এই দুনিয়াকেই শেষ ঠিকানা হিসেবে গ্রহণ করে। যেন তেন প্রকারে সম্পদ আত্মসাত করতে গিয়ে কোটি কোটি মানুষের রক্ত শোষণ করতেও দ্বিধা করে না। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের মনস্তত্ত্বের দুর্বল দিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ওয়াকেফহাল। তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কোন্ ছিদ্র পথে মানুষের মধ্যে এই মানসিকতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী পশু প্রকৃতি জন্ম নিতে পারে। তিনিই মানব জাতিকে এহেন পশু প্রবৃত্তির কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে সুদকে, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে, সুদভিত্তিক যাবতীয় কায়-কারবারকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলে উল্লেখ করেছেন।

সাত ঃ আল্লাহ যেমন আমাদের আয়-রোযগারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তেমনি এই বিধি-নিষেধের সীমার মধ্যে থেকে যাকিছু আয় হবে তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, অবৈধ পথে, ভোগ বিলাসের পথে ব্যয়ের অভ্যাস করলে সে ব্যয় অবশ্যই আয়ের তুলনায়

www.bjilibrary.com

বেশী হতে বাধ্য। আর আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয় হলে অবশেষে অবৈধ পথে আয় করতেও মানুষ এক পর্যায়ে বাধ্য হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বাহুল্য ব্যয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অপচয়কে ঘৃণা করেছেন। মু'মিন এ ঘৃণ্য অভ্যাস বর্জন করবে এটাই আল্লাহর কাম্য। অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। শয়তানের কাজ হলো মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নেয়া, অপচয়কারীরাও পরিণামে মানুষকে অমানুষ বানায়, মানুষের সমাজে পাশবিকতার প্রসার ঘটায়। অতএব, সে শয়তানের অর্থাৎ তার সাহায্যকারীর ভূমিকাই পালন করে থাকে। শয়তান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে অভিশপ্ত হয়েছে। মানুষ এই অকৃতজ্ঞতার পথে পা বাড়িয়ে দুনিয়ায় মানুষের সমাজে অবশেষে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে।

আট ঃ অপচয়, বাহুল্য ব্যয় যেমন মানুষকে অবৈধ পথে ঠেলে দেয়, বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দেয়, তেমনি কৃপণতা ও সঞ্চয়ের প্রবণতা মানুষের মনে সংকীর্ণতার জন্ম দেয়। দুনিয়া পূজার মন-মানসিকতাকে লালন করে। আল্লাহ তা'আলার কাছে মু'মিনের এ আচরণও পসন্দনীয় নয়। এদের কৃপণতা ও বখিলী আচরণকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। মূলত বখিলী স্বভাব মু'মিনের জন্যে জান্নাতে প্রবেশের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ, এই স্বভাবের কারণে মানুষের কাছে দুনিয়ার জীবনটা আখেরাতের জীবনের তুলনায় এতবেশী প্রাধান্য পেয়ে যায় যে, এক পর্যায়ে আখেরাত বিশ্বাস অকেজো হয়ে যায়। আর তাহলে সেই আখেরাতের সাফল্য স্বরূপ জান্নাত পাওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে? তাই অপচয় ও কৃপণতা এ দু'য়ের মধ্যবর্তী আচরণই ইসলামী আচরণ। ঈমানদারের জন্য নৈতিক জীবনের এটাই হতে হবে বৈশিষ্ট্য। এহেন ভারসাম্য মূলক ব্যবস্থার নামই তো সিরাতে মুস্তাকীম।

নয় ঃ রাসূল (সা) একদিকে বলেছেন 'দারিদ্র আমার গর্ব'। অপর দিকে বলেছেন, 'দারিদ্র মানুষকে কুফরীর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।' একথা দু'টি পারস্পরিক সাংঘর্ষিক নয় বরং পরিপূরক। কৃত্রিম দারিদ্র যেমন কাম্য নয়, তেমনি যে স্বাচ্ছন্দ মানুষকে আল্লাহ ও আখেরাত ভুলিয়ে দেয় সেটাও কাম্য নয়। বৈধ পথে আয়ের সাথে সাথে আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে যেভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে, যেভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাতে মানুষ যত ধনীই হোক না কেন, তার মনে একথা বদ্ধমূল থাকে যে, এ ধনের মূল মালিক আল্লাহ। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর সৃষ্টিজগতে সকলেই তার মুখাপেক্ষী।

বৈধ পথের সীমিত রোযগারে সন্তুষ্ট থাকতে গিয়ে এবং সীমিত আয়ের মধ্যে থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কারণে যদি কারো জীবনে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য না আসে, তার সমপর্যায়ের অন্যান্য ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও

www.bjilibrary.com

প্রাচুর্য যদি তার মনের ওপর কোন বিরূপ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে এটা সত্যিই গর্বের কথা, সৌভাগ্যের কথা। দারিদ্র আমার গর্ব, রাসূলের একথাটি এই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে যে দারিদ্রের কারণে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়। আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলার পরিবর্তে মানুষের কাছে ধর্ণা দেয় এবং কোন এক পর্যায়ে অসম্মানজনক অথবা অবৈধ পথে পা বাড়ায় সে দারিদ্র অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। এমন দারিদ্রই মানুষকে কুফরীর পর্যায়ে আনে, আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দার পর্যায়ে নিয়ে যায়। তাই তো আল্লাহর রাসূল (সা) তার দো'আর মধ্যে যেমন কুফরী থেকে পানাহ চেয়েছেন তেমনি দারিদ্র থেকেও পানাহ চেয়েছেন। আল্লাহর রাসূলের দো'আর ভাষা নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الذُّلِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

"হে আল্লাহ, আমি অবশ্যই তোমার কাছে পানাহ চাই কুফরী থেকে, দারিদ্র থেকে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনাজনক অবস্থান থেকে।"

দশ ঃ কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে আরও একটা জিনিস আমাদের সামনে পরিষ্কার হয় যা অবশ্য অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তাহলো দান করতে বলা হয়েছে কিন্তু দান গ্রহণ করতে বলা হয়নি। করজ দিতে বলা হয়েছে কিন্তু করজ নিতে বলা হয়নি। যাকাত দিতে বলা হয়েছে কিন্তু ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে বলা হয়নি। যাকাত ও ওশর প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংগ্রহ করে অভাবগ্রস্ত অপেক্ষাকৃত গরীব লোকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই বিলি বন্টনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ মাখলুক মানুষ তারই মত কোন মানুষের কাছে হাত পাতুক আল্লাহ্ এটা কখনই চান না। মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এ ব্যাপারে পূর্ণ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এটাই ঈমানদার লোকদের কাছে আল্লাহ্ এবং রাসূলের দাবী।

ব্যক্তি দান করবে, যাকাত দেবে আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে। এর অর্থ সে আল্লাহর ঘোষিত পথে আয়-রোযগার করে সম্পদের অধিকারী হবে। না হলে যাকাত দেবে কোথা থেকে, দান করবে কিভাবে ? ইসলামে ইতিবাচক নির্দেশনা রয়েছে দান করার এবং যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে। অভাবগ্রস্ত মানুষকে করজ দেবারও নির্দেশ আছে। করজ আদায়ে অক্ষম ব্যক্তিদের সময়-সীমা বাড়িয়ে দেবার বা মাফ করে দেবার জন্যেও ধনী লোকদের প্রতি নির্দেশ আছে। কিন্তু এর বিপরীত দান-সাদকা গ্রহণ করার জন্যে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে করজ

বা ঋণ গ্রহণের জন্যে কোন হাদীসের কোথাও কোন Motivation দেয়া হয়নি। কারণ, এ পথ মানুষের জন্যে সম্মানজনক পথ নয়। এ পথই মানুষকে আয়ের তুলনায় বেশী ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং অর্থনৈতিক জীবনে অসাধুতা এ পথ ধরেই অনুপ্রবেশ করে থাকে। সেই সাথে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের অবনিতও ঘটে। আরবীতে একটা প্রবাদ আছে যার অর্থ হলো, "করজ নেয়াকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্বের ফাটল সৃষ্টি হয়।" আরবীতে আর একটি প্রবাদও প্রণিধানযোগ্য, যার অর্থ হলো—"দান গ্রহণকারীর হাতের চেয়ে দানকারীর হাত উত্তম।"

এগার ঃ মানুষের সত্যিকারের তাকওয়া এবং পরহেযগারী বলতে বুঝায় অর্থনৈতিক জীবনের সততা এবং পরিচ্ছন্নতাকেই। যার অনিবার্য দাবী হলো আয়-রোযগার যেমন বৈধ হতে হবে, তেমনি ব্যয়ও আল্লাহর বাঞ্ছিত পথেই হতে হবে। সেই সাথে লেনদেন কায়-কারবারের ক্ষেত্রেও সততা ও পরিচ্ছন্নতা থাকতে হবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহারও একেবারে লাগাম ছাড়া বে-হিসেবীভাবে হওয়া উচিত নয়। সামষ্টিকভাবে কোন দায়-দায়িত্ব থাকলে সে ক্ষেত্রে আদালতে আখেরাতে জবাবদিহির তীব্র অনুভূতিসহ পূর্ণ আমানতদারী ও দিয়ানতদারীর সাথে এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

বার ঃ নিজের প্রয়োজনের কথা মানুষের কাছে না বলে আল্লাহর কাছে বলার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করাই মু'মিনের জন্য শোভনীয়। যারা এরূপ অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয় আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্তত মনের দারিদ্র তাদেরকে কখনও স্পর্শ করতে পারে না।

---

www.bjilibrary.com

মু'মিনের জীবন জিহাদী জীবন

এ পর্যন্ত আমরা ঈমানিয়াত, ইবাদাত, আখলাক ও মুয়ামালাত সম্পর্কে আল কুরআনের আলোকে যা কিছু আলোচনা করলাম, তা কেবল ওয়াজ-নসিহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নয়। মানুষের জীবনে এবং আল্লাহর জমিনে ঐসব শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ রাসূল ও সর্বশেষ কিতাব পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ط

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে আল হুদা ও দ্বীনে হক সহ পাঠিয়েছেন, সকল দ্বীনের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে।"–(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৮)

আল কুরআনের উপরের শিক্ষাগুলো তাই নিছক বিশ্বাসের জন্য নয়, শুধু ওয়াজ-নসিহত বা প্রচারের জন্যে নয় বরং বাস্তবে চালু করার জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। শেষ নবী তাঁর জীবদ্দশায় এটাকে বিজয়ী হিসেবে দেখেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এটাকে কায়েম রাখার, কায়েম করার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর অর্পণ করেছেন। আল কুরআনে এই কাজটাকেই জিহাদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় জিহাদকে মু'মিনের সর্বোত্তম আমল রূপে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

"তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো এবং মসজিদে হারামের খেদমত (উন্নয়ন কার্যসহ) আঞ্জাম দেয়াকে ঐসব লোকদের সমান মনে কর, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করছে। আল্লাহর কাছে এটা কখনও সমান হতে পারে না। যারা

www.bjilibrary.com

ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহর কাছে তারাই সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী এবং তারাই হবে সফলকাম।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১৯-২০)

অতএব, যারা আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের দাবী পূরণ করে আল্লাহর কিতাবের আলোকে জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের জীবন অবশ্য অবশ্যই জিহাদী জীবন হতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এই কাজটির জন্যেই বাছাই করেছেন।

আল্লাহর ঘোষণা ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَا اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

"আল্লাহর পথে জিহাদ কর, জিহাদের পরিপূর্ণ হক আদায় কর। তিনি তোমাদেরকে এই কাজের জন্যে বাছাই করেছেন, তোমাদের জন্যে দ্বীনের মধ্যে কোন জটিলতা সৃষ্টি করেননি।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৭৮)

মু'মিন যতক্ষণ এই দায়িত্ব পালন করবে ততক্ষণই সে বা তারা সত্যিকারের মু'মিন থাকবে। সে তো আল্লাহর সৈনিক। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বা অনীহা প্রকাশ করলে তাদেরকে আল্লাহ এই বিশেষ মর্যাদা থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন, হটিয়ে দেবেন এবং অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে এ কাজের জন্যে বাছাই করবেন।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ لا ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

"যদি তোমরা এ দ্বীন ছেড়ে পেছনে চলে যাও তাহলে তোমাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কোন কওমকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করবেন—তারা তোমাদের মত হবে না।"-(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا لا وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط

"যদি তোমরা আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোন কওমকে এ দায়িত্ব অর্পণ করবেন, তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।"

-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৯)

www.bjilibrary.com

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (المائدة : ٥٤)

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়াবে) তাদের পরিবর্তে আল্লাহ অন্য কওমকে এ দায়িত্বে নিয়োজিত করবেন। তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। তারা মু'মিনদের প্রতি হবে সদয় এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। সংগ্রাম করবে আল্লাহর পথে, কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ—তিনি যাকে চান তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তো অসীম জ্ঞানের অধিকারী।"

আমরা এ বিষয়ে আলোচনার আগে আল কুরআনের কিছু আয়াতের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিতে চাই ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ

وَاَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

"হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে কি আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাতের উপায় বলে দেব? ঈমান আনো আল্লাহ ও রাসূলদের প্রতি এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর যদি তোমরা সঠিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হও।"-(সূরা আস সফ ঃ ১০-১১)

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى

الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ

"জিহাদের পরিপূর্ণ হক আদায় করে, আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর। তিনি তোমাদেরকে এ কাজের জন্যেই বাছাই করেছেন। তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের মধ্যে কোন অসাধ্য কিছু চাপিয়ে দেননি।"-(সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

www.bjilibrary.com

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ نِ ٥ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ٥ (الحج : ٣٩-٤٠)

"যারা লড়াই করে, তাদেরকে তো এ জন্যেই অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, তারা অত্যাচারিত, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। যারা কেবলমাত্র "আল্লাহ আমাদের রব' এই ঘোষণা দেবার কারণে অন্যায়ভাবে বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে। একের দ্বারা অপরকে দমনের ব্যবস্থা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে করা না হতো তাহলে বিভিন্ন জাতির ইবাদাতখানাসহ মসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহর বেশী বেশী যিকিরের স্থানসমূহের ধ্বংস সাধন করা হতো। যারা আল্লাহকে সাহায্য করবে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই শক্তিধর ও পরাক্রম শক্তিশালী।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৯-৪০)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ٥

"তাদের যদি কোন দেশে ক্ষমতাসীন করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাতের বিধান চালু করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। সব কাজের চূড়ান্ত ফলাফল তো কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

لَايَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ٥ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ٥

www.bjilibrary.com

"যেসব মু'মিন ঘরে বসে থাকে, কোন ক্ষতির মুখোমুখি হয় না, তারা ঐসব লোকদের সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে না, যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে তাদের মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে। এভাবে আল্লাহর পথে মাল ও জান দিয়ে যারা সংগ্রামী ভূমিকা পালন করছে, আল্লাহ তাদেরকে ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে অনেক উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। অবশ্য সকল ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুন্দর ওয়াদা আছে। তবে সংগ্রামীদেরকে আল্লাহ তা'আলা বসে থাকা লোকদের তুলনায় অনেক বড় পুরস্কার ও প্রতিদানে ভূষিত করবেন। তাদের জন্যে রয়েছে অনেক অনেক মর্যাদা তার মধ্যে মাগফেরাত ও রহমত অন্যতম। আল্লাহ তো অবশ্য অবশ্যই ক্ষমতাশীল ও মেহেরবান।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৯৫-৯৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ؕ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝ اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝ وَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

"হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে বলা হয় তখন তোমরা মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই খুশী থাকতে চাও ? অথচ আখেরাতের তুলনায় এই দুনিয়ার জীবন কিছুই নয়। যদি আল্লাহর পথে বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন মানব গোষ্ঠীকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ তো সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮-৩৯)

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝

"ফেতনার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখ। যদি তারা ক্ষান্ত দেয় তাহলে যালেমগণ ছাড়া আর কারো প্রতি কঠোর আচরণের অনুমতি নেই।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ج وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا

وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ج وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّلَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ

لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (البقرة : ٢١٦)

"তোমাদের প্রতি কেতাল ফরয করা হয়েছে। যদিও সেটা তোমাদের অপসন্দনীয়। তোমরা যাকিছু অপসন্দ কর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। আবার তোমরা যাকিছু পসন্দ কর তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ

يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

وَمَا لَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ

وَالنِّسَاۤءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ

اَهْلُهَا ج وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ج وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝ط

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ

سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ج اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ

ضَعِيْفًا ۝ (النساء : ٧٤-٧٦)

"আল্লাহর পথে তাদেরই লড়াই করা উচিত যারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করেছে। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে অতপর মারা যায় বা বিজয়ী হয় তাদেরকে আমরা অতিসত্বর বিরাট পুরস্কার দান করব। তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহর পথে লড়াই করবে না। অথচ অসহায় মযলুম নারী-পুরুষ ও শিশুগণ আল্লাহর দরবারে আর্তচিৎকার করে এই ভাষায় ফরিয়াদ করছে যে, হে আমাদের রব ! এই জনপদ থেকে আমাদের অন্যত্র সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর, কারণ, এ জনপদের শাসকগণ যালেম। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে অভিভাবক বানিয়ে দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে সাহায্যকারী পাঠাও। যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা লড়াই করে খোদাদ্রোহী শক্তির পথে। শয়তানী শক্তির সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখ। অবশ্যই শয়তানের কলা-কৌশল দুর্বল।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৪-৭৬)

www.bjilibrary.com

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ (البقرة : ١٩٠)

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের প্রতিহত করার জন্যে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর। সীমালংঘন কর না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯০)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, মারবে এবং মরবে। এ মর্মে আল্লাহর ওয়াদা সত্য অবধারিত, যার উল্লেখ আছে তাওরাতে, ইঞ্জিলে এবং কুরআনে। আর কে আছে আল্লাহ থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য, ওয়াদা রক্ষাকারী ? অতএব, তোমরা এহেন ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে শুভ সংবাদ গ্রহণ কর যে ক্রয়-বিক্রয় ইতিমধ্যেই তোমরা সম্পন্ন করেছ। আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় ধরনের সফলতা। তারা তাওবা-কারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, আল্লাহর পথে ভ্রমণকারী, আল্লাহর জন্যে রুকূ'-সিজদাকারী, তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দানকারী, অসৎকাজে বাধাদানকারী, সর্বোপরি তাদের পরিচয় হলো তারা আল্লাহর দেয়া সীমারেখার হেফাজতকারী বা পাহারাদার। এই মর্মে মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।"-(আত তাওবা ঃ ১১১-১১২)

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاتِيَ

اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○(التوبة : ٢٤)

"বল (হে মুহাম্মাদ), যদি তোমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, স্ত্রী বা স্বামী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজন তোমাদের নিকট আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ কোন ফাসেক গোষ্ঠীকে পথ দেখান না।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ২৪)

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ

وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَاتَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ

مِنْ شَىْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ○

"তাদের মুকাবিলায় তোমরাও সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ কর। সেই প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলাও অন্যতম। যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং তোমাদের শত্রুদের ভীতিপ্রদর্শন করবে। এর বাইরেও এমন কিছু শক্তি রয়ে গেছে যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আল্লাহর এ পথে তোমরা যাকিছু খরচ করবে তোমরা তার প্রতিদান অবশ্য অবশ্যই পাবে—তোমাদের প্রতি সামান্যতম যুলুমও করা হবে না।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)

আমরা এ পর্যন্ত ঈমান, ইবাদাত, আখলাক ও মুয়ামালাত প্রসঙ্গে যাকিছু আলোচনা করেছি, তা শুধু ওয়াজ ও নসিহতের জন্যে নয়, বরং বাস্তবে রূপ দেবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমরা আদিষ্ট। এভাবে জমীনের সকল দিকে ও বিভাগে আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের আলোকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানা এবং নাফরমানী বর্জন করার জন্যে একটা অনুকূল পরিবেশ অপরিহার্য, যে পরিবেশে আল্লাহর হুকুম মানা যায় এবং নাফরমানী থেকে বাঁচা যায়। সেই সাথে যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো একান্তই অপরিহার্য, তারই নাম জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ।

জিহাদ মানেই যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ জিহাদের একটি পর্যায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জিহাদ অর্থ চূড়ান্ত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে চূড়ান্ত প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনাই জিহাদ। আর এই

www.bjilibrary.com

প্রাণান্তকর সংগ্রাম সাধনা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত হলেই তা হয় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সাধনার মধ্যে শামিল পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত। দাওয়াতের বাস্তব নমুনা পেশের জন্যে আমল ও আখলাকের মাধ্যমে শাহাদাতে হকের দায়িত্ব পালন, বাতিলের পক্ষ থেকে বাধা প্রতিবন্ধকতা এলে সবর ও ইস্তেকামাতের সাথে তার মুকাবিলা করা, সে বাধা প্রতিবন্ধকতা যদি সংঘাত ও সংঘর্ষের রূপ নেয় তাহলে পিছপা না হয়ে সবর, হিকমত ও বলিষ্ঠতার সাথে সর্বোচ্চ কুরবানীর বিনিময়ে এ সত্যের চূড়ান্ত সাক্ষ্য দান করা। কুরআন এই পর্যায়টাকে কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ নামে অভিহিত করেছে। কুরআনের ঘোষণা ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط

"তাদের সাথে লড়াই কর সকল প্রকার ফেতনা দূর হয়ে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৩)

এ লড়াই শসস্ত্র যুদ্ধ না হয়ে রাজনৈতিক লড়াইও হতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে ফেতনা দূর হয়ে দ্বীন বিজয়ী হবে। আজকের দিনে এটাকে রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে গ্রহণ করাই বাস্তবসম্মত এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এই পর্যায় অতিক্রম করলেই দ্বীন বিজয়ী হয়, কোন একটি জনপদে আল্লাহর আইন-কানুন ও হুকুম-আহকাম জারী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগ যারা পায় আল্লাহর নির্দেশের আলোকে তারা নিম্নোক্ত কাজ আঞ্জাম দেয় ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُ الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط

"ঐসব (ঈমানদার) লোকদেরকে যদি আমি কোন ভূখণ্ডে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে বাধা দান করবে।"

উপরোক্ত কাজগুলোর মধ্যে শুধু কিতালের পর্যায়টিই এমন যা থেকে রুগ্ন, নারী ও বৃদ্ধ লোকদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বাদবাকী সবগুলো কাজ সকলেই সকল অবস্থায় যার যার অবস্থানে থেকে আঞ্জাম দেবার জন্যে সকলেই আদিষ্ট। মু'মিনের পরিচয়ই হলো সে একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ও 'মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী)। মু'মিনের জীবনকে তাই কোন অবস্থায় জিহাদী জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সুযোগ নেই।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একজন মু'মিন জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে তার জান ও মাল বিক্রিই করে থাকে। এভাবে আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রিকারী ব্যক্তির ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে জান ও মালের কুরবানীর জযবাসহ সংগ্রাম করা। এ ধরনের ঈমানদার লোকদের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎপথের নির্দেশ দেয়া, অসৎ পথে বাধা দেয়া এবং আল্লাহর দেয়া সীমারেখা হেফাজত করা।

মোটকথা, মু'মিন আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে আগত মানব জাতিকে এ দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিয়োজিত আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দ্বীনের ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে কল্যাণের পথ দেখানো, অকল্যাণের পথ থেকে ফিরানো—অন্য কথায় দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি লাভের পথ দেখানোই তাদের প্রধানতম কাজ।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ط

"এভাবে তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত রূপে গড়া হয়েছে। যাতে তোমরা সকল মানব জাতির জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা (অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়) হতে পার। আর তোমাদের জন্যে সত্যের সাক্ষ্যদাতা হলো আল্লাহর রাসূল।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

অর্থাৎ আমাদের জীবন-জিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে রাসূল (সা)-কেই যদি আমরা অনুসরণ করি, তাঁকেই আমরা আদর্শ হিসেবে মেনে চলি, তাহলে তার ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সকল মানুষ আমাদেরকে আদর্শ হিসেবে মেনে চলবে। এভাবে রাসূলের আদর্শের পতাকাবাহী হিসেবে মানব জাতিকে পথ দেখানো, মানুষের সমাজে সত্যিকারের মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটানোই আল্লাহর সৈনিক হিসেবে মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মিশন। আল্লাহর রাসূলের সরাসরি গড়া লোকদের পরিচয় ছিল তারা রাতে দরবেশ এবং দিনে অশ্বারোহী যোদ্ধা।

আল্লাহ আবার মু'মিনদেরকে সেই জিহাদী জিন্দেগী ফিরে পাবার তাওফীক দিন। আমীন।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ(এক খণ্ড)–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-৯ খণ্ড) মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)–মাওঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)–আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (র)
- সুনানে ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড) আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
- শরহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ)(১-৪ খণ্ড)–ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী (র)
- আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- বক্তৃতা মালা–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ইসলামী আন্দোলন সমস্যা ও সম্ভাবনা–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব–মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
- ইসলাম পরিচয়–ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ
- খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম–আহমদ দীদাত
- ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ–মাওঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী
- জাতির মৌলিক সংকট–ড. আবদুল লতিফ মাসুম
- যে যুবক যুবতীর সাথে ফেরেশতা হাত মিলায়–এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
- বিশ্বাস ও আত্মোন্নোয়ন–কাজী মোহাম্মদ মোরতুজা আলী
- এহইয়াউস সুনান –ডঃ খোন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- ভারতে নির্মম গণহত্যা–মুহাম্মাদ সিদ্দীক
- বিশ্ব নবীর সাহাবী (১-৬ খণ্ড)–তালিবুল হাশেমী